# অশোকচরিত

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

বইয়ের হাট YEARIMABD

**Asoka Charita**
Amulya Chandra Sen
Reprint 1999

Publisher
Sri. D. L. S. Jayawardana
Secretary & Trustee
**Jinaratana Memorial Trust**

Distributor
Maha Bodhi Book Agency
4-A, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073

Phone : 241 9363
Tele Fax 0091(0)33 241-9363

**অশোকচরিত**
অমূল্যচন্দ্র সেন
পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯

প্রকাশক
শ্রী ডি. এল. এস্. জয়বর্ধন
সেক্রেটারী এবং ট্রাষ্টটি
**জীনরতন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট**

প্রাপ্তিস্থান
মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
দূরাভাষ : ২৪১ ৯৩৬৩

**মূল্য : ৩০ টাকা**

**Price. Rs. 30/-**
ISBN 81-87032-24-3

বইয়ের হাট YEADIRABD

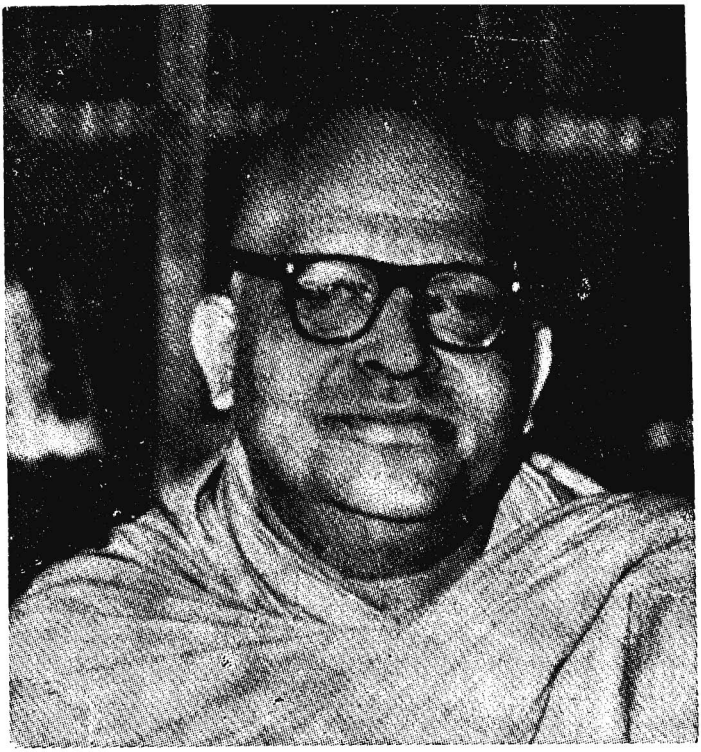

অশোকচরিতের বর্ত্তমান সংস্করণ প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ডঃ এন. শ্রীজিনরতন মহানায়ক মহাস্থবির, মহাবোধি অরফেনেজ এণ্ড ওয়েলফেয়ার হোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহাবোধি সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে উৎসর্গীকৃত। [ জন্ম শ্রীলঙ্কা ১৭-০৩-১৯১৩ দেহান্ত—কলিকাতা ইং ৯-১১-১৯৮৩ ]

তাঁর নির্বাণ শান্তি কামনা করি।

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

( কনিষ্ঠ ভ্রাতা )

বইয়ের হাট YEADIRABD

# প্রাক্ কথন

মহামতি অশোক ভারত ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল নাম। এই অনন্য চরিত্র সম্রাট কল্যাণ রাষ্ট্র এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সমূহ প্রচেষ্টার যে নিদর্শন রেখেছেন তার তুল্য কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। পশুশক্তির উপরে নয়, ধর্মীয় অনুশাসনের উপরেই তিনি রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক তাঁর বহু গুণান্বিত চরিত্র নানা কারণে সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ইংরাজ মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর মতে পৃথিবীর ইতিহাসেও সম্রাট অশোকের সমকক্ষ মেলা দুষ্কর। তাঁর নির্বাচিত ইতিহাসের ছয়জন শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অশোক একজন।

বাংলা ভাষায় অশোকের উপর রচিত পুস্তকাদির অভাব আছে। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন রচিত 'অশোক চরিত' এই অভাব অনেকটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বইটির কলেবর ক্ষুদ্র; কিন্তু এই স্বল্পপরিসরেও তিনি অশোক চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে পেরেছেন, বিশেষ করে অশোকের নানা শিলালেখের আলোচনা বইটির এক উল্লেখযোগ্য দিক। সর্বত্রই আলোচনা সরস ও সাধারণের বোধগম্য।

দীর্ঘকাল বইটি অমুদ্রিত ছিল। এটির পুর্নমুদ্রণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রশংসা পাবে, সন্দেহ নেই।

জুলাই, ১৯৯৯
কলকাতা

**কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু**

বইয়ের হাট YEADIRABD

## নিবেদন

প্রায় তের বৎসর পূর্বে আমার "অশোকলিপি" এবং প্রায় দশ বৎসর পূর্বে উহার পরিবর্ধিত ইংরেজি সংস্করণ Asoka's Edicts প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকদ্বয় গবেষণারতদের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। শিক্ষক মণ্ডলীর সহৃদয় অনেকে জানাইয়াছিলেন সাধারণ ছাত্রদের জন্য অশোক সম্বন্ধে আধুনিক আলোচনাযুক্ত একটি সরল বই হইলে ভাল হয়। সেই উদ্দেশ্যে এই বইটি প্রকাশিত হইল।

পূর্বোক্ত পুস্তকদ্বয় প্রকাশের পর আবিষ্কৃত নূতন কয়েকটি অশোকলিপি সম্বন্ধে এবং পুরাতন অশোকলিপিগুলির পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল নূতন আলোচনা হইয়াছে, তাহারও ফল এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অমূল্যচন্দ্র সেন

বইয়ের হাট YEADIRABD

## সূচী


| | |
|---|---|
| অশোকের প্রথম জীবন | ১ |
| অশোকের শিলালিপি-নিচয় | ৫ |
| অশোকের পত্নী ও পরিবারবর্গ | ১২ |
| কলিঙ্গ যুদ্ধ | ১৫ |
| অশোকের লোকধর্ম | ২০ |
| অশোকের রাজধর্ম | ২২ |
| অশোকের লোকশিক্ষা | ২৫ |
| অশোকের দয়া ও দানাদি কর্ম | ২৭ |
| অশোকের রাজনীতি | ২৯ |
| অশোক ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় | ৩৬ |
| অশোক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় | ৩৮ |
| অশোকের স্থাপত্য ও ভাস্কার্য | ৪০ |
| অশোকের কর্মের ফলাফল | ৪৩ |
| পরিশিষ্ট—অশোকলিপিগুলির শ্রেণীবিভাগ, কাল ও প্রাপ্তিস্থান | ৪৯ |


বইয়ের হাট YEADIRABD

বইয়ের হাট YEADIRABD

# অশোকের প্রথম জীবন

অশোক অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯-২৬৮ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অশোকের পিতা ছিলেন রাজা বিন্দুসার। বিন্দুসারের পিতা চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে মগধের রাজা ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রাক্তন সেনাপতি সীরিয়াদেশের রাজা সেলেউকস্‌কে পরাজয়ের পর চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তরভারত ও উত্তর-পশ্চিমে কান্দাহার পর্যন্ত ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল। মেগাস্থেনেস্‌ নামক একজন গ্রীককে সেলেউকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে (আধুনিক পাটনা) মৌর্য রাজাদের রাজধানী ছিল। মেগাস্থেনেস বহুকাল পাটলিপুত্রে বাস করিয়া ভারত সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলেউকসের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে গ্রীক ঐতিহাসিকরা যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায় না। কেহ মনে করেন ইহার অর্থ চন্দ্রগুপ্তের কান্দাহার অঞ্চলের অধিবাসী যে গ্রীক প্রজারা ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের সেই বিবাহ পুত্রকন্যা বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি আইনসম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। অপরে মনে করেন ইহাতে চন্দ্রগুপ্ত ও সেলেউকসের মধ্যেও বৈবাহিক সম্বন্ধ সূচিত হওয়া অসম্ভব নয়। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে ইহাই স্বাভাবিক যে বিজিতই কন্যা দান করেন, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত নিজের পত্নীরূপে কিম্বা পুত্র বিন্দুসারের পত্নীরূপে সেলেউকসের কন্যা গ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

সেলেউকসের পুত্র সীরিয়ারাজ ১ম অন্তিয়োখস্‌ (Antiochcs I) বিন্দুসারের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি বিন্দুসারের রাজসভায় দেইমাখস (Deimachos) নামক গ্রীক দূতকে পাঠাইয়াছিলেন। ১ম অন্তিয়োখসের সঙ্গে বিন্দুসারের সৌহার্দ্য ও পত্রব্যবহার ছিল। কেহ অনুমান করেন

বইয়ের হাট YEADIRABD

হয়তো সেলেউকসের কন্যা বিন্দুসারের মাতা বা পত্নী হওয়ায় ১ম অন্তিয়োখস্ ও বিন্দুসারের সম্বন্ধ নিকট হইয়াছিল। অশোকের সঙ্গে উত্তরকালে গ্রীক রাজাদের যে নিকট সংযোগ দেখা যায় তাহারও একটি কারণ কেহ অনুমান করেন যে অশোকের পিতামহী বা মাতা হয়তো সেই সেলেউকস্-দুহিতা ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভজাত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ মৌর্য নামে পরিচিত হয়, এই ব্যাখ্যা কাল্পনিক। পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যায় বুদ্ধের কালে পিপ্পলীবন নামক স্থানে মোরিয় অর্থাৎ মৌর্য নামক একটি বংশের নিবাস ছিল এবং ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্ভবত এই বংশেই চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়!

চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসারের রাজত্বকালেই মৌর্য সাম্রাজ্য দক্ষিণে প্রায় মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় কিম্বদন্তী অনুসারে মৌর্যেরা অতি অত্যাচারী শাসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিন্দুসারকে হয়তে দাক্ষিণাত্যে কিছু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া অপর বিশেষ কিছু তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে জানা যায় না। মেগাস্থেনেসের বিবরণ হইতে অবশ্য স্পষ্টই বুঝা যায় রাজধানী পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের যুগে কিরূপ দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল শাসনবিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সুশাসন ব্যবস্থা বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালেও অবশ্যই অক্ষুন্ন ছিল।

অশোকের প্রথম জীবন সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। বৌদ্ধ কাহিনীতে দেখা যায় তিনি বিন্দুসারের রাজত্বকালে কিছুদিন উজ্জয়িনী প্রদেশের এবং কিছুদিন তক্ষশিলা প্রদেশের উপরাজা ছিলেন। সেযুগে রাজপুত্রেরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে উপরাজা নিযুক্ত হইতেন, যেমন অশোকের রাজত্বকালে দেখা যায় অশোকপুত্রেরা উজ্জয়িনী তক্ষশীলা প্রভৃতিতে উপরাজা ছিলেন।

সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থে কথিত আছে বিন্দুসারের রাজত্বকালে একবার পাটলিপুত্র হইতে উজ্জয়িনী যাইবার পথে বিদিশা নগরীতে এক ধনশালী শ্রেষ্ঠীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া অশোক তাঁহাকে বিবাহ করেন। একটি

বইয়ের হাট YEADIRABD

মহাযান * কাহিনীতে কথিত আছে একবার যখন বিন্দুসার-পুত্র সুসীম তক্ষশিলায় উপরাজা ছিলেন তখন প্রজারা বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসার অশোককে বিদ্রোহ দমনে পাঠাইয়াছিলেন। অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রজারা নগরদ্বারে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল "আমরা রাজা বিন্দুসারেরও বিরুদ্ধে নহি, কুমার অশোকেরও বিরুদ্ধে নহি, কিন্তু দুষ্ট রাজমন্ত্রীরা আমাদের অপমান করে।" বৌদ্ধ কাহিনীতে এরূপও আখ্যাত আছে অশোকের শৌর্যবীর্যে প্রীত হইয়া বিন্দুসার অশোককে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন।

ইহাতে মনে হয় অশোক সম্ভবত বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বভাবতই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন, ইহাতে নির্বাচনের কোনও প্রশ্ন উঠিবার কথা নয়। আরও একটি কাহিনী আছে বিন্দুসারের জীবিতকালে আজীবিক সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী অশোকের সিংহাসনলাভ বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করায় অশোকের মাতা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অশোকের নিকট হইতে আজীবিকরা দানাদি অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে অপরেরা নিশ্চয় প্রসন্ন হন নাই কারণ আজীবিকদিগকে বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা কেহই সুচক্ষে দেখিতেন না। তাই হয়তো আজীবিকদিগের প্রতি অশোকের দাক্ষিণ্য প্রকাশের একটা কারণ দেখাইবার অভিপ্রায়ে ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণীর গল্পটি কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু গল্পটিতে যদি কিছু সত্যের লেশ থাকে তাহাতেও বুঝা যায় অশোক যে পিতৃসিংহাসন লাভ করিবেন, ইহা তাঁহার প্রথমজীবনে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না, অর্থাৎ তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। মহাযান গ্রন্থে সুসীম ছাড়া বীতশোক (বা বিগতশোক) নামক এবং সিংহলী হীনযান গ্রন্থে তিষ্য নামক একজন অশোকভ্রাতার উল্লেখ আছে।

বর্ণিত আছে বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ইহার কারণ বুঝা যায় না—হয়তো অশোকের

* বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়, (১) হীনযান, ইহাদের শাস্ত্র পালিভাষায় লিখিত, এবং (২) মহাযান, ইহাদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

বইয়ের হাট YEADIRABD

কোনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অকালমৃত্যুতে অশোক সিংহাসন লাভ করেন, অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসন লাভ করিলেও বিন্দুসার অশোককে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অশোক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, অথবা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ, সেনাপতিগণ ও মন্ত্রীগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে তাহাতে অবশেষে অশোক সকলকে পরজায় করেন। কিন্তু অশোক একশত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অশোকের উত্তরজীবনের স্ব-উক্তিতে দেখা যায় তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণের পরিবারবর্গের তিনি মঙ্গলকামী ছিলেন—যদিও ভ্রাতাগণের পরিবারবর্গ থাকিলেই ভ্রাতারাও যে জীবিত ছিলেন এরূপ নিশ্চিত অবশ্যই বলা যায় না। অশোকের উত্তরজীবনের বহু উক্তিতে দেখা যায় তিনি তাঁহার পূর্বজীবনের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সরলভাবে অনেক স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার ভ্রাতৃহত্যার কাহিনীতে বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকিত তবে তিনি সে বিষয়ে অন্ততঃ কিছু আভাস দিতেন, এরূপ কল্পনা করা যায়, কিন্তু সে বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ, উপরন্তু তাঁহার ভ্রাতাদের পরিবারবর্গের কুশলকামনা ও হিতেচ্ছা হইতে মনে হয় ভ্রাতৃহত্যার কাহিনী নিতান্তই অমূলক। পূর্বজীবনে "চণ্ডাশোক" অতি হিংস্রপ্রকৃতি নরঘাতক ছিলেন, বহু লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন প্রভৃতি কাহিনীগুলি বৌদ্ধরা অশোকের "ধর্মাশোক" হইবার পরের জীবনকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে কাল্পনিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধর্মের শুভপ্রভাবে মানুষের চরিত্র পরিবর্তিত হয় একথা সত্য, সে পরিবর্তন আমূলও হইতে পারে, কিন্তু উত্তর জীবনে অশোক নানা কার্য ও বাক্যে নিজ স্বভাব ও প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পূর্বজীবন ঘোর কালিমা-কলুষিত ছিল একথা কাহারও মনে উদয় হইবে না।

মহাযান কাহিনীতে বলা হইয়াছে অশোকের মাতা ছিলেন সুভদ্রাঙ্গী

বইয়ের হাট YEADIRABD

নাম্নী ব্রাহ্মণী। ইহা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ অসম্ভব না হইলেও এই আখ্যানে অশোককে ব্রাহ্মণী-সন্তানের গরিমা দান করার চেষ্টা থাকিতে পারে।

হিন্দু পৌরাণিক গ্রন্থে অশোকের শুধু নামই ( অশোকবর্ধন ) উল্লিখিত আছে, তাঁহার জীবনকাহিনী বা ক্রিয়াকলাপের কোনও উল্লেখ নাই। অন্য হিন্দু সংস্কৃত সাহিত্যে অশোকের নামও অজ্ঞাত। মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে অশোকের সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে এত অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন যে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য প্রায় নগণ্য। যেখানে এই সকল আখ্যানের অন্তরালে কিছু ঐতিহাসিক সত্যের অস্তিত্ব অনুমান হয়, সেখানেও সেই সত্য যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবু কিন্তু অশোকজীবনী পর্যালোচনায় এই সকল প্রায় অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব মহাযান কাহিনীগুলিতে যদি কোথাও কিছু সত্যের সামান্য ইঙ্গিত থাকে, তাহা আমরা উদ্ধারের চেষ্টায় বিরত হইব না। হীনযান বৌদ্ধ কাহিনীগুলিও বিচার করিয়া তাহাতে সত্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাইলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

## অশোকের শিলালিপি-নিচয়

বৌদ্ধকাহিনী সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলেও অশোকের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ হয় তাঁহার নিজের শিলালিপিগুলি হইতে। এই লিপিগুলি অশোকের নির্দেশে, বহুলাংশে তাঁহারই নিজের ভাষায় রচিত হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র পাথরের উপর উৎকীর্ণ হয়। যুগে যুগে পুঁথি লেখকরা পুঁথি নকলের সময়ে তাহাতে যেসকল পরিবর্তন

বইয়ের হাট YEADIRABD

যোগবিয়োগ ঘটায়, অশোকের এই লিপিগুলি পাথরে উৎকীর্ণ হওয়ায় তাহাতে সেরূপ কোনও পরিবর্তন হইতে পারে নাই, সেগুলি অশোকের যুগে যেমন ছিল আজও সেরূপই আছে।

এই লিপিগুলি অশোক প্রধানতঃ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ ও পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা লিপিগুলির বক্তব্য বিষয় জনসাধারণকে জানাইবেন, ইহাও তাঁহার নির্দেশ ছিল। সে যুগের জনসাধারণের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা খুব বেশি হইত না, অতএব অশোকের লিপিগুলি মুখ্যতঃ জনসাধারণের পাঠের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এরূপ মনে করা ঠিক নয়। লিপিগুলিতে বহুস্থানে অশোক বলিয়াছেন পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া লিপি প্রচারে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সেগুলি যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাঁহার কর্মচারীগণ ও পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রগণ যেন প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহা অনুসরণ করিতে পারে। এই লিপিগুলিকে অশোক "ধর্মলিপি" আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের কোন্ বর্ষে কোন্ লিপি প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও তিনি অধিকাংশ লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে সেরূপ উল্লেখ নাই, সেখানে পূর্বের ও পরের কোনও লিপির বর্ষ বা অন্য সংবাদ হইতে কিছু সময় নির্ণয় হয়। তবে একেবারেই সময় নির্ণয় অনিশ্চিৎ এরূপ কয়েকটি লিপিও আছে।

অশোকের পূর্বে কোনও ভারতীয় রাজার পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া লিপি বা আজ্ঞা প্রচারের প্রমাণ নাই। ভারতীয় রাজারা চিরকালই ভেরীধ্বনি প্রভৃতি সহকারে "শ্রাবক" বা ঘোষকের মুখে আজ্ঞা ঘোষণা করাইতেন। অশোকের সর্বপ্রথম ধর্মঘোষণাটিকে তিনি "শ্রাবণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করান বা মুখে শুনান হয়। সুতরাং ইহা অবশ্যই মৌখিক ঘোষণা করান হইয়াছিল। পরে এই "শ্রাবণ"টিকেও অশোক নানাস্থানে পুনরায় পাথরে উৎকীর্ণ করাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি আরও বহু যে সকল ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলি সবই "ধর্মলিপি"রূপে প্রথম হইতেই পাথরে উৎকীর্ণ হয়। কিন্তু পাথরে

বইয়ের হাট YEADIRABD

খোদাই করিয়া লিপিপ্রকাশ আরম্ভ করিবার পরও যে অশোক মৌখিক ঘোষণা দ্বারাও অনেক বাণী প্রচার করিতেন, তাঁহার কয়েকটি লিপিতে উৎকীর্ণ উল্লেখে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ( ৬ষ্ঠ শিলালিপি এবং ৭ম স্তম্ভলিপি )।

পাথরে খোদাই করিয়া রাজাজ্ঞা প্রকাশ অশোকের পূর্বে ভারতে যদি অজ্ঞাত ছিল তবে অশোক তাহা আরম্ভ করিলেন কেন ও কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগ আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের পর হইতে আরম্ভ হইয়া মৌর্য যুগে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়। পশ্চিম এশিয়ার বহুদেশে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে রাজাদের ঘোষণা শিলালিপিতে প্রকাশ করা হইত। মৌর্যযুগের পূর্বেই সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় পারস্যদেশের সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং উত্তরপশ্চিম ভারতের সঙ্গেও এই সংস্কৃতির নিকট-সংযোগ স্থাপিত হয়। মৌর্যযুগের কয়েকমাত্র শতাব্দী পূর্বে পারস্যের রাজারা অনেকে শিলালিপিতে ঘোষণা প্রকাশ করাইয়াছিলেন। পারস্যদেশীয় যোগ্য ব্যক্তিরা অনেকে যে অশোকের অধীনে রাজকর্মে নিযুক্ত হইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। সুতরাং পারস্যের অনুকরণেই অশোক শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ঘোষণা প্রচার আরম্ভ করেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জন্মতিথিতে মহাসমারোহে মস্তকধৌতি উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন। ইহা পারসীয় রাজাদের প্রথা ছিল এবং ভারতীয় রীতিনীতিতে এরূপ কোনও আচার অনুষ্ঠিত হইত না। সুতরাং এই রীতি চন্দ্রগুপ্ত পারস্যের রাজাদের অনুকরণেই আরম্ভ করেন। অশোক আজীবিক সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য গয়ার নিকটে বরাবর পাহাড়ে পাথর কাটিয়া কয়েকটি গুহাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এরূপ গুহাগৃহ ভারতে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু পারস্যে মৃতের সমাধিগৃহরূপে এরূপ গুহাগৃহ নির্মাণ অশোকের প্রায় ৬০-৭০ বৎসর পূর্বেই করান হইয়াছিল, সুতরাং ইহাও অশোক পারস্যের অনুকরণে করিয়াছিলেন।

বরাবর পাহাড়ের অশোকনির্মিত গুহাগুলির দেওয়াল কাচের মত

বইয়ের হাট YEADIRABD

মসৃণ। একদা মনে করা হইত কোনপ্রকার প্রলেপ ব্যবহারে এরূপ মসৃণতা সৃষ্টি করা হইয়াছিল কিন্তু পরে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে কোনরূপ কঠিন বস্তুযোগে ঘর্ষণের ফলে এই চিক্কণতার সৃষ্টি হয়। অশোক-স্থাপিত স্তম্ভগুলিও এইরূপ মসৃণ এবং মৌর্যযুগের অন্য ভাস্কর্যেও এই মসৃণতা দেখা যায়। মৌর্যযুগের পূর্বে এবং পরে ভারতে পাথরের উপর এরূপ মসৃণতা সৃষ্টির নিদর্শন নাই, তাই প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইহাকে "মৌর্য পালিশ" নাম দিয়াছেন। অশোকের পূর্ববর্তী যুগে পারস্যদেশের ভাস্কর্যে এই পালিশের বহু নিদর্শন আছে, সুতরাং ইহা মৌর্য রাজারা পারস্যদেশের শিল্পে অভিজ্ঞগণ দ্বারাই ভারতে প্রবর্তন করাইয়াছিলেন। মৌর্যযুগের অবসানে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের শিল্পবিষয়ক যোগ বন্ধ হইয়া যায়, তাই মৌর্যপর ভারতে এই মসৃণ পালিশের সৃষ্টিও লোপ পায়।

প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ খননে প্রাপ্ত ৮০টি স্তম্ভের ভাঙ্গা টুকরায়ও এই মৌর্য পালিশের চিহ্ন পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলির অবস্থান হইতে মনে হয় এগুলি কোনও গৃহের স্তম্ভ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন পারস্যরাজের শতস্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের অনুকরণে চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার বা অশোক পাটলিপুত্রের রাজসভাগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোক-স্থাপিত প্রস্তরস্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে যে সিংহাদি পশুর মূর্তি দেখা যায় তাহাও প্রাক্-মৌর্যযুগে ভারতে অজ্ঞাত ছিল, অথচ প্রাচীন পারস্যের ভাস্কর্যে ইহা সুপরিচিত। সুতরাং ইহাও অশোক পারস্যদেশের অনুকরণে আরম্ভ করেন।

অশোকের লিপিগুলিতে আরও কিছু পারসীয় প্রভাব দেখাইতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতে তালপাতা বা ভূর্জত্বকের উপর ধাতুনির্মিত কলমদ্বারা কাটিয়া লিখিয়া তাহার উপর কালি মাখাইয়া দেওয়া হইত। সাধারণত মনে করা হয় সংস্কৃত "লিপি" শব্দ (অশোকেরও ব্যবহৃত) এই মাখান বা লেপন অর্থে লিপ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কিন্তু দেখা যায় অশোকের যে লিপিগুলি উত্তরপশ্চিম পাঞ্জাবে উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে "লিপি" স্থানে "দিপি"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "দিপি"-শব্দ

বইয়ের হাট YEADIRABD

অশোকযুগের পূর্ববর্তী পারস্য রাজাদের শিলালিপিতেও ব্যবহৃত। সুতরাং মনে হয় সংস্কৃত "লিপি"-শব্দ প্রাচীন পারসীয় "দিপি"-শব্দেরই প্রতিধ্বনি এবং লেপনার্থক লিপ্ ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি কাল্পনিক। ভারতের অন্যত্র প্রাপ্ত অশোকের লিপিগুলিতে যেখানে যেখানে "লিখিত" বা "লেখিত" শব্দের প্রয়োগ আছে, উত্তরপশ্চিম পাঞ্জাবের একস্থানে প্রাপ্ত লিপিগুলিতে সেখানে সেখানে "নিপিস্ত" বা নিপেসিত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত শব্দদ্বয় প্রাচীন পারস্য ভাষার লেখনার্থক "নিপিস" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দটি প্রাচীন পারসীয় রাজাদের শিলালিপিতেও ব্যবহৃত।

অশোকের লিপিতে পণ্ডিতেরা আরও কিছু কিছু পারসীয় রাজাদের শিলালিপির প্রভাব অনুমান করেন। পূর্বোক্ত সকল প্রমানে দেখা যায় সেযুগে ভারতের সঙ্গে পারস্যের সাংস্কৃতিক সংযোগ কিরূপ নিকট ছিল।

অশোকলিপিগুলি একপ্রকার প্রাকৃত বা কথ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মাগধী মহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনী ( অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলে প্রচলিত ) প্রভৃতি যেসকল প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে পরিচিত, তাহার সহিত অশোকলিপির ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও বৈষম্যও অনেক। তাই পণ্ডিতেরা অশোকলিপির ভাষাকে "অশোক প্রাকৃত" নাম দিয়াছেন। ইহা মগধের রাজদপ্তরের ভাষা ছিল এবং মৌর্য সাম্রাজ্যে মগধের প্রাধান্যবশতঃ এই ভাষাই স্থানীয় প্রয়োজনে অল্পাধিক পরিবর্তিত হইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের রাজদপ্তরে সরকারি ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। পাটলিপুত্রের রাজদপ্তরের ভাষায় প্রথমে রচিত হইয়া অশোকের লিপিগুলি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রেরিত হইত। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষেরা স্ব স্ব অঞ্চলের স্থানীয় বানান ব্যাকরণ প্রভৃতি অনুসারে তাহা অনুবাদ করিয়া নিজ নিজ প্রদেশে তাহা খোদাই করাইতেন। যেখানে সংস্কৃত বা কোনরূপ ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা লোকে জানিত না সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা অশোকের লিপির সারমর্ম স্থানীয় ভাষায় ভাবানুবাদ করিয়া উৎকীর্ণ করাইতেন, যেমন কান্দাহারের নিকটে প্রাপ্ত অশোকলিপি

বইয়ের হাট YEADIRABD

গ্রীক এবং আরামেইক, এই দুই ভাষায় ও অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ায় সীরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে আরামেইক ভাষা প্রচলিত ছিল। তক্ষশিলা অঞ্চলেও আরামেইক ভাষা ও অক্ষর লিখিত অশোকলিপির কয়েকটি ভাঙা টুকরো পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় এই ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহারী লোক এই অঞ্চলে সে যুগে অনেক ছিল।

উত্তরপশ্চিম পাঞ্জাবের পেশোয়ার জেলার শাহবাজ্‌গড়ি এবং হাজারা জেলার মানসেহ্‌রা, এই দুইস্থানে ছাড়া ভারতের অন্য সর্বত্র প্রাপ্ত অশোক-লিপিগুলি যে অক্ষর বা লিপিতে লিখিত তাহাকে "প্রাচীন ব্রাহ্মী" লিপি বলা হয়। ভারতের যাবতীয় ভাষার লিপির জননী এই প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি। পণ্ডিতেরা কেহ মনে করেন হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০—২৫০০) যে লিপি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়। অপরে মনে করেন প্রাচীন পারস্যের রাজদপ্তরে ব্যবহৃত লিপি হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়।

শাহবাজ্‌গড়ি ও মানসেহ্‌রাতে প্রাপ্ত অশোকলিপিগুলি খরোষ্ঠী (বা খরোষ্ট্রী) লিপিতে উৎকীর্ণ হয়। প্রাচীন ভারতীয় টীকাকাররা খর (গাধা) + ওষ্ঠ (ঠোঁট) বা উষ্ট্র হইতে এই নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কাল্পনিক। বাস্তবে প্রাচীন পশ্চিম-এশিয়ায় প্রচলিত লিপি-অর্থক একটি শব্দ হইতে (হিব্রু ভাষায় খরোশেথ) ভারতে খরোষ্ঠী-শব্দটির প্রচলন হয়। ইহা যে প্রাচীন পারস্য হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন পারসীয় সাম্রাজ্য পূর্বদিকে একদা সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

প্রাচীন ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, উভয় লিপিই উত্তরকালে ভারতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহু শ্রমে এই দুই লিপির পাঠোদ্ধার ও অর্থভেদ করিয়াছেন।

পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণে তামিলনাড ও কেরল প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র কোন না কোনও অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে।

বইয়ের হাট YEADIRABD

অনেক স্থানে যেখানে অবশ্যই লিপি ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেমন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাং ৭ম শতাব্দীতে রাজগৃহে অশোকের লিপিসংযুক্ত যে স্তম্ভটি দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন তাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। হিউয়েন চাং-এর যুগের পূর্বেই অশোকলিপিযুক্ত স্তম্ভাদির অনেকগুলি নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এমন কিছু লিপি সম্ভবতঃ কোথাও পরে পাওয়া যাইতে পারে। যে লিপিগুলি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি বিভিন্ন সময়ে, কতকগুলি অতি সম্প্রতি জ্ঞাত হইয়াছে।

লিপিগুলি প্রস্তরফলকে বা গিরিগাত্রে বা গুহাগাত্রে বা স্তম্ভগাত্রে, যেখানে উৎকীর্ণ হইয়াছিল সেই অনুসারে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাহাদের শ্রেণীভাগ করেন, যেমন ছোট শিলালিপি, বড় শিলালিপি, কলিঙ্গ শিলালিপি, গুহালিপি, স্তম্ভলিপি। কয়েকটি বিশিষ্ট একক লিপি (যেমন লুম্বিনীতে স্থাপিত বুদ্ধের জন্মস্থান জ্ঞাপক স্তম্ভলিপি, নিগালীসাগর স্তম্ভলিপি এবং রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি) ছাড়া অধিকাংশ স্থানের লিপি একই মূললিপির ছায়া। একটি "ছোট শিলালিপি"র, ১৪টি "বড় শিলালিপি"র, দুইটি "কলিঙ্গ শিলালিপি"র এবং ৬টি "স্তম্ভলিপির"র ছায়া বিভিন্নস্থানে আছে। ৭ম স্তম্ভলিপিটি মাত্র একস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভটি আম্বালা জেলার এখন তোপ্রা নামক গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকে তাহা আনিয়া দিল্লীতে তাঁহার প্রাসাদের (কোট্‌লা) ছাদে স্থাপন করেন। একটি "সংঘভেদ লিপি" তিনস্থানে পাওয়া গিয়াছে। "বুদ্ধবচন-লিপি"টি মাত্র একস্থানে (রাজস্থানের বৈরাটে) পাওয়া গিয়াছে, ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত। রাজস্থানের ভাবরূ নামক স্থানে তাঁবুতে বাসকালে ইংরেজ ক্যাপ্টেন বার্ট ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহা "ভাব্রূলিপি" নামেও পরিচিত।*

লিপিগুলিতে অশোকের রাজকীয় উপাধি "দেবগণের প্রিয়", যেমন

* অশোক লিপিগুলির শ্রেণীবিভাগ, কাল ও প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বইয়ের হাট YEADIRABD

ইংরেজিতে রাজাকে বলা হয় His Majesty। তাঁহার রাজ্যাভিষেক-নাম "প্রিয়দর্শী", সামান্য কয়েকস্থানে "অশোক" নামও আছে। বুদ্ধযুগের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুকে হীনযান পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে যেমন "মাগধ" অর্থাৎ মগধের অধিপতি বলা হইয়াছে, বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশে প্রকাশিত "বুদ্ধবচন লিপি"টিতে সেরূপ অশোক নিজেকে "মাগধ প্রিয়দর্শী" বলিয়াছেন। অশোকের পদবী সর্বত্র মাত্র "রাজা"—মহারাজা বা রাজাধিরাজা প্রভৃতি কিছুই নয়!

অশোকের জীবনকথা আমরা শিলালিপিগুলিতে তাঁহার নিজেরই উক্তি হইতে সংগ্রহ করিব।

অনেক লিপিতে সেই লিপিটি প্রকাশের কাল জ্ঞাপিত হইয়াছে। অশোকের রাজ্যাভিষেক বর্ষ হইতে, যেমন "দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এইরূপ আজ্ঞা করা হইল", "ত্রয়োদশ-বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা ধর্মমহামাত্র-দিগকে নিয়োগ করা হইল" ইত্যাদি। ইহার অর্থ অভিষেক হইতে গণনা করিয়া ১২ বা ১৩ বৎসর যখন চলিতেছে, না অতীত হইয়াছে, ঠিক বুঝা যাইত না কিন্তু কান্দাহারের লিপির গ্রীক ও আরামেইক ভাষার অনুবাদ হইতে স্পষ্ট হইয়াছে যে ইহার অর্থ যখন ১২ বা ১৩ বৎসর অতীত হইয়াছে।

## অশোকের পত্নী ও পরিবারবর্গ

লিপিগুলির অনেক কথায় বুঝা যায় অশোক বহুপত্নীক ছিলেন, কিন্তু মাত্র একটি লিপিতে (রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি) তাঁহার একজন মাত্র মহিষীর নাম উল্লিখিত আছে "দ্বিতীয়া দেবী (অর্থাৎ মহিষী) তীবর-মাতা কারুবাকী"। কারুবাকী শব্দের অর্থ মধুরভাষিণী। তীবর নামক কোনও

বইয়ের হাট YEADIRABD

অশোকপুত্রের সম্বন্ধে ইতিহাসে বা বৌদ্ধ কাহিনীতে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না "রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি"টি অশোক সম্ভবতঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন রাজ্ঞী কারুবাকী বহুকাল পরে পুত্রপ্রসব করায়। তীবর নামক এই পুত্রটি সম্ভবতঃ অকালে মৃত হওয়ায় ইতিহাস বা বৌদ্ধ কাহিনীতে তাহার উল্লেখ নাই।

সিংহলী বৌদ্ধ কাহিনীতে যুবক অশোকের যে বিদিশাশ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার মাতাও বলা হইয়াছে। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অশোকের জীবিত-কালেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। হিউয়েন চাং-এর বিবরণে কিন্তু মহেন্দ্র ছিলেন অশোকের পুত্র নয়, ভ্রাতা, সুতরাং সংঘমিত্রা ছিলেন অশোকের কন্যা নয়, ভগিনী। সিংহলী কাহিনীতে বলা হইয়াছে বিদিশাশ্রেষ্ঠীকন্যা অশোকমহিষী পাটলিপুত্রে থাকিতেন না, বিদিশাতেই থাকিতেন। ইঁহারই বোধহয় অপর একটি নাম ছিল অসন্ধিমিত্রা। নানা কারণে মনে হয় অসন্ধিমিত্রা, বিদিশাশ্রেষ্ঠীকন্যা ও কারুবাকী একই ব্যক্তি ছিলেন।

"রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি"তে অশোক কারুবাকী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় এই মহিষী বহুদানশীলা ছিলেন এবং অনেক আম-বাগান ও উদ্যান দান করিয়াছিলেন ও অনেক দানশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সিংহলী কাহিনীতে জানা যায় অসন্ধিমিত্রা বুদ্ধভক্তা ছিলেন এবং বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তুর শাক্য বংশের একটি শাখা বুদ্ধযুগেই বিদিশায় বসতি স্থাপন করিলে সেই বংশে অসন্ধিমিত্রার জন্ম হয়। বিদিশার নিকটস্থ সাঁচী পাহাড়ে তিনি একটি বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী কারুবাকীর আমবাগান উদ্যান দানশালা প্রভৃতিও সম্ভবতঃ বৌদ্ধসংঘকেই প্রদত্ত হইয়াছিল। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা ছিলেন বলিয়াই বোধহয় পাটলিপুত্রে রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস পরিহার করিয়া তিনি বিদিশাতেই বাস করিতেন। সিংহলী কাহিনীতে কথিত আছে সিংহলে যাত্রার পূর্বে মহেন্দ্র বিদিশায় মাতার নিকট বিদায় লইতে

বইয়ের হাট YEADIRABD

গেলে মাতা পুত্রকে চৈত্যগিরিতে ( যে পাহাড়ে চৈত্য অর্থাৎ বৌদ্ধমন্দির আছে ; অর্থাৎ সাঁচী পাহাড়ে ) পূজা প্রণাম করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। মনে হয় সাঁচীর যে প্রাচীন সংঘারামটিকে রাজ্ঞীর সংঘারাম বলা হয়, সেখানে বুদ্ধযুগ হইতেই বুদ্ধের "ধাতু" বা পূতাস্থি-সমন্বিত একটি ছোট চৈত্য ছিল এবং রাজ্ঞী আজন্ম তাহার প্রতি বহুভক্তিমতী ছিলেন ও পুত্রকে সেখানেই পূজাপ্রণামে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই ছোট চৈত্যই বোধহয় পরে রাজ্ঞীর ইচ্ছায় বর্ধিত হইয়া বৌদ্ধদের কাছে "রাজ্ঞীর সংঘারাম" নাম পাইয়াছিল।

কারুবাকীর কি শুধু রূপেই মুগ্ধ হইয়া অশোক তাঁহার প্রতি প্রণয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, না শ্রেষ্ঠীকন্যার ধর্মপ্রাণতায় তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ? প্রথম জীবনে অশোকের "চণ্ডাশোকত্ব" মিথ্যা হইলেও তখন তাঁহার ধর্মভাব কতদূর স্ফুরণ হইয়াছিল জানা যায় না। উত্তরজীবনে তাঁহার প্রবল ধর্মপ্রেরণা হইতে বুঝা যায় তাঁহার অন্তশ্চিত্তে ধর্মপ্রবণতা কিরূপ প্রবল ছিল। ইহা প্রথম জীবনে তাঁহার প্রকৃতিতে প্রকটও হইয়া থাকিতে পারে, প্রচ্ছন্নও থাকিতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহারই প্রভাবে তিনি বিদিশার শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। কি প্রকারে শ্রেষ্ঠীকন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলেন বলা যায় না—হইতে পারে বিদিশায় অবস্থানকালে যুবক অশোক হয়তো সাঁচী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বৌদ্ধচৈত্যে ভক্তিপ্লুতা তরুণী কারুবাকীকে প্রথম দেখিয়াছিলেন।

কারুবাকী দ্বিতীয়া মহিষী হইলে তাঁহার পূর্বে অশোক যাঁহাকে বিবাহ করেন, সেই প্রথমা বা অগ্রমহিষী কে ছিলেন জানা যায় না। মহাযান গ্রন্থে তিষ্যরক্ষিতা নাম্নী যে অশোকমহিষীর উল্লেখ আছে তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। অন্য এক পত্নীর গর্ভজাত কুণাল নামক অশোকপুত্র ও তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী কাল্পনিক উপন্যাস মনে হয়। কাশ্মীরের "রাজতরঙ্গিণী"তে জলৌক নামক এক অশোকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে তিনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এই গ্রন্থ রচিত হয় কিন্তু অশোকের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে।

বইয়ের হাট YEADIRABD

নানা পত্নীর গর্ভজাত অশোকের যে বহু পুত্র ছিল এবং সম্ভবত জীবিত-কালেই তাঁহার অনেক পৌত্রও যে জন্মিয়াছিল, লিপিগুলির অনেক উক্তিতে এরূপ মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার কোনও পুত্রের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। গয়ার নিকটস্থ নাগার্জুন পাহাড়ের গুহার লিপিতে জানা যায় দশরথ নামক অশোকের একজন পৌত্র কিছুকাল মগধের রাজা ছিলেন। জৈনদের কিম্বদন্তীতে সম্প্রতি নামক একজন অশোক-পৌত্রের নাম পাওয়া যায়। ইনি পশ্চিমভারতে রাজত্ব করিতেন এবং উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল বলা হয়। কথিত আছে তিনি জৈনধর্মের অতি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

## কলিঙ্গযুদ্ধ

অশোকের রাজত্বের ৯ম বৎসরে কলিঙ্গ দেশের ( অর্থাৎ মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ) সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। রাজ্যলাভের পূর্বের জীবন যেমন, তেমনি রাজ্যলাভের পর অশোকের জীবনের প্রথম আট বৎসরের কোনও সংবাদ তাঁহার লিপিগুলি হইতে জানা যায় না। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে কোনও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। লিপিগুলি হইতে শুধু জানা যায় অশোকের পাকশালায় রন্ধনের জন্য প্রত্যহ "বহু শতসহস্র" প্রাণী বধ করা হইত এবং তিনি প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের মত মধ্যে মধ্যে "বিহারযাত্রায়" বাহির হইয়া মৃগয়াদি আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইতেন। দেশে নানা অনুষ্ঠান সম্পর্কে "সমাজ" নামক মেলার উৎসব হইত, তাহাতে বহু নরনারী মিলিত হইয়া নৃত্যগীত, মাংসাদি আহার, মদ্যাদি পান, নানারূপ খেলাধূলা ও জুয়াখেলা প্রভৃতিতে মত্ত হইত।

বইয়ের হাট YEADIRABD

কলিঙ্গ যুদ্ধের কারণ কি হইয়াছিল জানা যায় না। চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসারের যুগে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হইয়াছিল কিনা, বিজিত হইলে কলিঙ্গগণ পরে বিদ্রোহী হওয়ায় অশোকের তাহাদিগকে পুনর্জয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল অথবা চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার নয়, অশোকই প্রথম কলিঙ্গজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিছুই ঠিক জানা যায় না। কলিঙ্গরা প্রাচীনকালে বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, "কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ"। প্রবলপরাক্রান্ত মৌর্যদের কাছে বশ্যতা স্বীকার বা তাহাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন না করিয়া কলিঙ্গরা যে নিজদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, ইহাতে তাহাদের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুদ্ধে অশোক বিজয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে রক্তপাত ও লোকক্ষয় হয়, সমগ্র কলিঙ্গদেশ যেরূপ ছারখার হয়, জনসাধারণের উপর যেরূপ নির্মম অত্যাচারের ফলে বহুলোক দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হয়, তাহাতে দুইটি বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না—প্রথম, শাস্ত্রকাররা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে যত বিধিনিষেধেরই বিধান দিয়া থাকুন, বিজয়েপ্সু রাজারা বিরোধীপক্ষের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এমন অত্যাচার নাই যাহা না করিতেন ; এবং দ্বিতীয়, কলিঙ্গ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা, ক্ষতির পরিমাণ প্রভৃতিতে বুঝা যায় কি দারুণ বিক্রমে কলিঙ্গগণ মৌর্যসেনার আক্রমণ প্রতিরোধ করে, যাহার ফলে মৌর্যসেনাকে নিদারুণতর পন্থায় কলিঙ্গগণকে পরাভূত করিতে হয়।

অশোক বলিয়াছেন এই যুদ্ধে, অবশ্যই শুধু কলিঙ্গ পক্ষের, "দেড় লক্ষ লোককে বন্দী করিয়া আনা হয়, এক লক্ষ লোক ( যোদ্ধা ) নিহত হয় এবং প্রায় সম-সংখ্যকই লোক ( অযোদ্ধা ) মারা পড়ে।" যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে আধুনিককালে যুদ্ধনিরত কোনও দেশের সমগ্র জনসংখ্যার যে অংশ সাধারণতঃ সেনাদলে যোগ দেয় তাহা বিবেচনা করিলে কলিঙ্গ দেশে অশোকোল্লিখিত নিহত মৃত ও বন্দীকৃতের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাতে তদানীন্তন কলিঙ্গদেশের জনসংখ্যা অতি বিশাল ছিল বলিতে হয়, নতুবা বলিতে হয় শুধু সেনাদল নয়, প্রায় সমগ্র দেশের লোকই যুদ্ধে যোগ

বইয়ের হাট YEADIRABD

দিয়াছিল, অথবা বলিতে হয় যোদ্ধা অযোদ্ধায় বিভেদ না করিয়া মগধের সেনা নির্বিচারে কলিঙ্গবাসীদিগকে বধ করিয়াছিল, ঘরবাড়ী ক্ষেত জ্বালাইয়া পানীয় জল বিষাক্ত করিয়া লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল এবং বাকি যাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই তাহাদের প্রায় সকলকে বন্দী করিয়াছিল। প্রাচনীকালে সকল দেশেই এরূপ ঘটিত এবং ভারতীয় শাস্ত্রকাররা যাহাই বলুন ভারতেও আক্রান্ত দেশ পরাজয় বা বশ্যতা স্বীকার না করিলে বিজিগীষু সেনা এরূপ নৃশংস আচরণই কর্তব্য মনে করিত। কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে বিজিত দেশের লোকের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে অশোক যত কথা বলিয়াছেন তাহাতে কোথাও এমন একটি কথাও নাই যাহাতে মনে হইতে পারে এরূপ নৃশংস কাণ্ড শুধু কলিঙ্গ যুদ্ধেই ঘটিয়াছিল, অন্যান্য যুদ্ধে ঘটিত না বা ঘটে নাই। অশোকের কথায় বরং মনে হয় শুধু কলিঙ্গযুদ্ধে নয়, সকল যুদ্ধেই এরূপ ঘটিত। অশোক তাঁহার সেনাপতিদিগকে কোনও দোষ দেন নাই; তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছা বা আজ্ঞার বিরুদ্ধে বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপও কোনও কথা তিনি বলেন নাই—সুতরাং বুঝিতে হইবে এরূপ ঘটনা সে যুগের প্রায় সকল যুদ্ধেই ঘটিত। অবিজিত দেশ জয় করিতে গেলেই এরূপ হয় বলিয়া অশোক অস্ত্রবলে দেশজয়ের নিন্দা করিয়াছেন, অন্য কাহাকেও কোনও দোষ দেন নাই।

কলিঙ্গযুদ্ধের ফলে বহুলোকের যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহাতে অশোক নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন—"কলিঙ্গবাসীগণকে জয় করিয়া দেবগণের প্রিয়ের অনুশয় ( অনুশোচনা, অনুতাপ ) হইয়াছিল।

"অবিজিত দেশ জয় করায় তাহাতে লোকের যে বধ বা মৃত্যু বা অপবাহ ( বন্দীরূপে অন্যত্র নীত হওয়া ) ঘটে তাহা দেবগণের প্রিয়ের অতি গুরুতর ও বেদনাদায়ক মনে হয়।

"তাহা অপেক্ষাও ইহা দেবগণের প্রিয়ের আরও সমধিক গুরুতর মনে হয় যে, সেই দেশে যে ব্রাহ্মণগণ শ্রমণগণ* বা অন্য সম্প্রদায়গণ বা

* ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অর্থাৎ সনাতনপন্থী নয় এরূপ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, যেমন বৌদ্ধ, নিগ্রন্থ বা জৈন, আজীবিক প্রভৃতি। যাঁহারা সনাতনপন্থী ছিলেন না,

বইয়ের হাট YEADIRABD

গৃহস্থগণ বাস করেন, যাঁহাদের মধ্যে এই নীতিপালনগুলি প্রচলিত আছে, যথা—শ্রেষ্ঠের প্রতি, মাতাপিতার প্রতি, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালন, এবং মিত্র, পরিচিত ব্যক্তি, সঙ্গী ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত এবং দাস ও ভৃত্যগণের সহিত সমুচিত ব্যবহার ও তাহাদের প্রতি দৃঢ় হিতেচ্ছা—তাহাতে ( অর্থাৎ অবিজিত দেশ জয়ে ) তাঁহাদেরও ক্ষতি ও আঘাত বা মৃত্যু বা প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহিতে হয়।

"এমন কি যাহারা নিজেরা কোনও অন্যায় আচরণ করে না এবং যাহারা প্রিয়জনের প্রতি সর্বদা স্নেহশীল, তাহাদের মিত্র, পরিচিত ব্যক্তি, সঙ্গী ও জ্ঞাতিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাহাতে তাহারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়।

"সকল ব্যক্তিকেই ইহা ভোগ করিতে হয় এবং দেবগণের প্রিয় ইহা গুরুতর মনে করেন।

"যবনদের দেশ* ছাড়া কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, এই দুই শ্রেণীর লোক নাই, এবং কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে লোকে কোন না কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান নয়।

"অতএব কলিঙ্গদেশ বিজয়ে যত লোক হত মৃত বা অপবাহিত হইয়াছিল, তাহার শতভাগ বা সহস্র ভাগও ( লোকের দুঃখ ) দেবগণের প্রিয় এখন গুরুতর মনে করেন।"

অশোকের এই সকল উক্তিতে ( ১৩শ শিলালিপি ) দুইটি বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়, (১) যুদ্ধে শুধু যোদ্ধাদের প্রাণনাশ নয়, অপর সমগ্র দেশবাসীর কিরূপে নানাভাবে দুঃখপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল এবং (২) তাহা পর্যালোচনা করিয়া অশোক কিরূপ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

আশা করা যায় অশোক যুদ্ধবিগ্রহের রক্তপাত মৃত্যু ক্ষতি প্রভৃতিতে

---

তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ে অনেক গৃহীরাও থাকিতেন। আজীবিকরা দিগম্বর জৈনদের মত নগ্ন থাকিতেন।

* সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ দেশ, যেমন আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল, যেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

বইয়ের হাট YEADIRABD

নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিলেন না। তাহা সত্ত্বেও কলিঙ্গযুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া তাঁহার এত বিচলিত হইবার কারণ কি হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিলে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা মনে হয়। হইতে পারে কলিঙ্গযুদ্ধের নিদারুণ নৃশংসতাই তাঁহাকে চঞ্চল করে, অথবা হইতে পারে অপর কেহ প্রভাবশালী ব্যক্তি এই যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অশোকের উক্তিগুলি বিচার করিলে দেখা যায় শুধু সাধারণ লোকের নয়, বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের দুঃখ তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। কলিঙ্গদেশে শুধু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় নয়, বৌদ্ধ জৈন আজীবিক প্রভৃতি মতাবলম্বী শ্রমণ ও গৃহস্থও বহু ছিল। ইহাদের কেহ কি কলিঙ্গের দুর্গতি বিষয়ে অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? এই সম্পর্কে বিদিশার মহিষী ধর্মপ্রাণা কারুবাকীর কথা মনে উঠে। বহু দুঃখপ্রাপ্ত কলিঙ্গের বৌদ্ধরা কি মহিষীর কাছে গিয়া তাহাদের দুঃখের কথা জানাইয়াছিল? তাহাতে বেদনা বোধ করিয়া কি রাজ্ঞী এ বিষয়ে অশোককে তাঁহার মনোবেদনা—পত্রে হউক, অশোককে বিদিশায় আহ্বান করিয়া হউক বা স্বয়ং পাটলিপুত্রে যাইয়া হউক—সনির্বন্ধে জ্ঞাপন করেন? রাজ্ঞীর মনঃকষ্টই কি অশোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার সুপ্ত বিবেকবুদ্ধিকে জাগরিত করে?

অশোক বলিয়াছেন কলিঙ্গযুদ্ধের পর তাঁহার তীব্র ধর্মভাব ধর্মপিপাসা এবং ধর্মশিক্ষা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ইহা অবশ্যই স্বকৃত কর্মের অর্থাৎ কলিঙ্গযুদ্ধের ফল দেখিয়া অনুতাপ হইতে জাত হইয়াছিল। ধর্ম-পিপাসার প্রেরণায় তিনি সর্বপ্রথমে কোন্ পথে কি অনুসন্ধান বা প্রয়াস করিয়াছিলেন, কাহার কাছে কি ধর্মশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ তাঁহার লিপিতে নাই। তবে কলিঙ্গযুদ্ধের প্রায় বৎসর খানেক পরে যে তিনি বুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিপিতে উক্ত আছে। তৎকালীন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতেও হয়তো মহিষী কারুবাকীর প্রভাব থাকিতে পারে।

হীনযান বৌদ্ধ কিম্বদন্তীতে বলা হয় ভিক্ষু মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যের প্রশান্ত মূর্তিতে মোহিত হইয়া অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইহা রূপক

বইয়ের হাট YEADIRABD

মাত্র। অশোকের মত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক কাহারও বাহ্যরূপ দেখিয়া হঠাৎ মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে না। অশোক সম্ভবত মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়তো রাজ্ঞী কারুবাকীর সূত্রে ঘটিয়া থাকিতে পারে। মহাযান মতে অশোকের গুরু ছিলেন মথুরার উপগুপ্ত। সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি এই দুই বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

অশোক বলিয়াছিলেন ধর্মপ্রবণ হইবার পর প্রথম দেড় বৎসর তিনি ধর্মজীবনে তেমন প্রয়াস করেন নাই কিন্তু তারপর হইতে ধর্মপ্রচারে তিনি যে আজীবন নানাভাবে অক্লান্ত প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিপিগুলি হইতে বুঝা যায়। কিন্তু ধর্ম বলিতে অশোক কি বুঝিতেন?

## অশোকের লোকধর্ম

অশোক যদিও বুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের বাণী তাঁহার ধর্মচিন্তার ও ধর্মপ্রেরণার মূলে ছিল, তথাপি কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না। তিনি নিজের বুদ্ধভক্তির কথা বৌদ্ধাচার্যদিগকে জানাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধবচনের প্রশংসাবাদও তাঁহাদের কাছে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপর কাহাকেও তিনি বুদ্ধভক্ত হইতে বলেন নাই এবং অপরের কাছে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে তিনি প্রশংসা বা স্তুতিসূচক কোনও কথা বলেন নাই। তিনি লোককে যাহাতে উৎসাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নৈতিক জীবন, সচ্চরিত্রতা পরোপকার প্রভৃতি সমাজবাসীর ধর্ম। ধর্মপালনের ফলে তিনি স্বর্গবাসের কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু সংসার ত্যাগ, সংসারের অনিত্যতা বা দুঃখ

বইয়ের হাট YEADIRABD

বা নির্বাণ মোক্ষ মুক্তি প্রভৃতির কোন কথা বলেন নাই। ভগবান বা ঈশ্বর বা বুদ্ধ বা কোনও দেবদেবীর উপাসনার কথাও তিনি বলেন নাই। আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা তিনি যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে বলিয়াছেন তাহা সেই নৈতিক জীবনের ধর্ম।

অশোক বলিয়াছিলেন "ধর্ম কি? ধর্ম এইগুলি যথা—অল্প পাপকর্ম, বহু কল্যাণকর্ম, দয়া দান সত্য ও শুচিতা।"

"লোকে কেবল কল্যাণকর্ম বিষয়েই এইরূপ চিন্তা করে যে 'আমি এই কল্যাণকর্ম করিয়াছি', কিন্তু পাপকর্ম বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করে না যে 'আমি পাপকর্ম করিলাম' বা 'ইহা পাপকর্ম'। ইহার কারণ বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের কিন্তু এইরূপ চিন্তা করা উচিত 'এইগুলিতে পাপ হয়—চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা ক্রোধ মান ঈর্ষা। এগুলির দ্বারা আমি যেন বিনষ্ট না হই'।

"আরও বিশেষভাবে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত—'ইহাতে আমার ঐহিক সুখ হইবে, আর ইহাতে আমার পারলৌকিক সুখ হইবে'।"

ধর্মাভ্যাসের অঙ্গরূপে অশোক আরও যাহা যাহা করিতে বারবার বলিয়াছেন, সেগুলি এই—জীবহিংসা না করা; মাতাপিতা ও গুরুজনের আজ্ঞাপালন এবং তাঁহাদের ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; বন্ধুবান্ধব-দিগকে, পরিচিত ব্যক্তিদিগকে, আত্মীয়স্বজনদিগকে ব্রাহ্মণদিগকে ও শ্রমণদিগকে দান; অল্প ব্যয় ও অল্প বিষয়সম্পত্তি সঞ্চয়; দাস ও ভৃত্যগণ এবং দীন ও দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার; প্রাণীগণের প্রতি সকরুণ ব্যবহার। তিনি বলিয়াছেন—

"উত্তম ধর্মাকাঙ্ক্ষা, উর্ত্তম পরীক্ষা (বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি), উত্তম শুশ্রূষা (শ্রদ্ধা), উত্তম পাপভয় এবং উত্তম উৎসাহ (উদ্যম) ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয় না।"

উৎসাহ উদ্যম বা প্রয়াসকে অশোক "উত্থান" ও "পরাক্রম"ও বলিয়াছেন এবং ধর্মজীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন—"অপর সকল বিষয়ের চিন্তা ছাড়িয়া উত্তম পরাক্রম না করিলে ক্ষুদ্রব্যক্তি হউক উচ্চব্যক্তি হউক, কাহারও দ্বারা ইহার (ধর্মের) সাধন দুষ্কর।"

বইয়ের হাট YEADIRABD

মানুষের মধ্যে ধর্মের বৃদ্ধিকে সে যুগের ভাষায় দেবতা ও মানুষের একত্র মিশ্রণ বলা হইত। অশোক বলিয়াছিলেন তাঁহার ধর্মপ্রচারের ফলে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবতা ও মানুষের যে মিশ্রণ অর্থাৎ ধর্মবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা তাঁহার "উত্তম ও প্রয়াসেরই ফল। ইহা শুধু উচ্চ ব্যক্তির দ্বারাই লভ্য হয় না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বিপুল প্রয়াস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। ( অতএব ) উচ্চ বা ক্ষুদ্র, সকল ব্যক্তিই যেন পরাক্রম করে"।

কিন্তু "যাহার শীল ( চরিত্রের সততা ) নাই তাহার দ্বারা ধর্ম আচরণ হয় না···পাপকর্ম করা সহজ কিন্তু কল্যাণকর্ম করা কঠিন। যে প্রথমে কোনও কল্যাণকর্ম ( আরম্ভ বা সম্পন্ন ) করে, সে দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে"।

শুধু সাধারণ লোককে বা তাঁহার পুত্র পৌত্রগণকে নয়, সকল সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্মসাধকদিগকেও অশোক বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যথেচ্ছ সর্বত্র বাস করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা সকলেই যেন সংযম ও ভাবশুদ্ধি অভ্যাসে ব্রতী হন, সকলেই যেন নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন—"যাহাদের সংযম বা ভাবশুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতা বা দৃঢ়ভক্তি ( অর্থাৎ নিষ্ঠা ) নাই তাহারা ( দানশীল ভক্তদের কাছে ) যত দানই লাভ করুক, তাহাতেও তাহারা নীচই থাকে"।

## অশোকের রাজধর্ম

অপর মানব-সাধারণের পালনীয় ধর্ম ছাড়া রাজারূপে প্রজাহিতার্থে তাঁহার নিজের যে বিশেষ কর্তব্যকে অশোক রাজধর্ম মনে করিতেন, সে বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, প্রজাবর্গের অন্যান্য প্রকারে হিতসাধন ছাড়া তিনি যাহাকে ধর্ম বলিতেন তাহা তাঁহার প্রজাগণকে শিক্ষাদান দ্বারা

বইয়ের হাট YEADIRABD

তাহাদের ধর্মবৃদ্ধিতে সহায়তা ও প্রেরণাদান করা তিনি তাঁহার অবশ্য করণীয় মনে করিয়াছিলেন।

অশোক বলিয়াছেন অতীত কালেও রাজারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন লোকে যেন "ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত" হয় কিন্তু তাহারা সেরূপ হয় নাই। তাই তাঁহার চিন্তা হইল "তবে কি করিলে লোকে (ধর্ম) অনুপ্রতিপালন করিবে? কি করিলে লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হইবে? কি করিলে আমি তাহাদিগকে ধর্মবৃদ্ধিতে অভ্যুন্নত করিতে পারিব?"

এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে হইল লোককে "ধর্মঘোষণা শ্রবণ করাইব, ধর্মানুশাসন প্রচার করিব। তাহা শুনিয়া লোকে তাহা অনুসরণ করিবে এবং অভ্যুন্নত হইবে এবং (ফলে) ধর্মবৃদ্ধিতে সমধিক বর্ধিত হইবে।" এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অশোক যে সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইব। জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে দয়া দান সত্য শুচিতা মৃদুতা ও সাধুতা, এই লোকধর্মগুলি বৃদ্ধি পায়, ইহাই তিনি তাঁহার রাজকর্তব্য মনে করিয়াছিলেন।

ধর্মলিপিগুলি প্রচার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন লোকের হিতসুখের জন্য তিনি ঐগুলি লেখাইয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল উপদেশ ভঙ্গ না করিয়া লোকে সেই সেই বিষয়ে ধর্মবৃদ্ধি লাভ করে। "এই এইরূপে লোকের হিতসুখ হইবে, ইহাই আমি চিন্তা করি। যেরূপ নিজের আত্মীয়গণ সম্বন্ধে, সেইরূপ নিকটস্থ সকলের সম্বন্ধে এবং দূরস্থগণেরও সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি কিভাবে তাহাদিগকে সুখদান করিতে পারি এবং সেইরূপই আমি বিধান করি। সকল লোকসমুদয় সম্বন্ধে আমি ঐরূপ চিন্তা করি"। প্রজার মঙ্গল বিষয়ে অশোক কি মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কথায় বুঝা যায়।

অশোক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না বা ভাবালুতাতেই কর্তব্যের সমাপ্তি হয় মনে করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি কর্মপ্রবণ ছিল—"যাহা কিছু আমি ভাল মনে করি তাহা কি কর্মের দ্বারা সম্পাদন করিতে পারি, কি উপায়ে সাধন করিতে পারি, সেই ইচ্ছা করি"।

বইয়ের হাট YEADIRABD

"সকল মনুষ্যগণ আমার সন্তান। নিজের সন্তান সম্বন্ধে যেমন আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা আমার নিকট হইতে ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার হিতসুখ প্রাপ্ত হউক, তেমনি সকল মনুষ্যগণ সম্বন্ধে আমি সেইরূপই ইচ্ছা করি"।

"আমি যেরূপ ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সেবা করি, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অপর লোকেও সেরূপ করুক এবং ধর্মাচরণ অভ্যাস করুক, ইহা দ্বারা যে যশ বা কীর্তি লাভ হয় তাহা ছাড়া অপর কোনও যশ বা কীর্তিকে দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী মহামূল্যবান্ সম্পদ মনে করেন না এবং কেবলমাত্র সেই যশ ও কীর্তিই তিনি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি যাহা কিছু উদ্যম করেন তাহা সবই পারত্রিক সুখ লাভের জন্য, যাহাতে সকলের মধ্যে অপুণ্যের হ্রাস হয়"।

"পারত্রিক মঙ্গলকেই দেবগণের প্রিয় মহাফল মনে করেন"।

"সর্বলোকের হিতসাধনই আমি আমার কর্তব্য মনে করি এবং তাহা সম্পাদনের মূল হইতেছে উদ্যম ও কর্তব্য কার্যের নিরলস নিষ্পাদন। সর্বলোকের হিত অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কর্ম নাই এবং যাহা কিছু উদ্যম আমি করি তাহা এইজন্য যে ভূতগণের কাছে আমি যেন আনৃণ্য লাভ করি, তাহাদিগকে যেন ইহলোকে সুখী করিতে পারি এবং তাহারা যেন পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে"।

রাজারা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া রাজকার্য করেন না কিন্তু অশোক জন-সাধারণের হিতার্থক কর্মে এরূপ উৎসাহী হইয়াছিলেন যে তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন তিনি আহারেই বসিয়া থাকুন বা অন্তঃপুরেই থাকুন বা শয়নমন্দিরেই থাকুন বা ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকুন, সর্বত্র সর্বসময়ে প্রতিবেদকগণ (সেক্রেটারিরা) যেন তাঁহার কাছে প্রজার মঙ্গলার্থক কর্ম জ্ঞাপন করে। "উদ্যমে বা কর্মসম্পাদনে (কিছুতেই) আমার সন্তোষ হয় না"।

দানাদি বা ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘোষণাদি বিষয়ে লিখিত আজ্ঞা না দিয়া অশোক অনেক সময় মৌখিক আজ্ঞা দিতেন এবং এ সকল বিষয়ে উৎসাহের

বইয়ের হাট YEADIRABD

আতিশয্যে সময়ে সময়ে তিনি বোধহয় কিছু আধিক্য বা হঠকারিত্ব করিতেন, যাহা মন্ত্রীরা অনুমোদন করিতেন না। তাই তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন এসকল বিষয়ে যদি মন্ত্রী-পরিষদে কোন মতানৈক্য বা আলোচনা উপস্থিত হয় তবে অবিলম্বে তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। বোধ হয় মন্ত্রীদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি নিজ আজ্ঞাই বলবতী রাখিতেন।

মৌর্য যুগের উচ্চরাজকর্মচারিদের মধ্যে যাঁহারা সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মহামাত্র বলা হইত। অন্যান্য অধস্তন কর্মচারিদিগকে এবং জনসাধারণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য, সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণের বাধাহীন সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য, তাহাদের দ্বারা ধর্মাচরণ বর্ধনের জন্য, দীনদরিদ্র-অনাথ-আতুর ও বৃদ্ধগণের এবং কারাগারের বন্দীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য, এবং রাজপরিবারের লোকের দানাদি কর্ম বর্ধনের জন্য অশোক "ধর্ম-মহামাত্র" নামক এক শ্রেণীর সর্বোচ্চ কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল অশোক যাহাকে ধর্ম বলিতেন, সর্বত্র সে সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তার এবং তাহার বর্ধন। অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীদিগকে অশোক তাঁহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম ছাড়া বিশেষভাবে লোককে ধর্মশিক্ষা দানের জন্য মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রচারকার্যে বাহির হইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

# অশোকের লোকশিক্ষা

সকল মানুষের ধর্ম বলিতে অশোক কি বুঝিতেন এবং বিশেষতঃ রাজার কর্তব্যরূপে প্রজার যথার্থ হিতার্থে তিনি কি করণীয় মনে করিতেন তাহা আমরা দেখিলাম। তিনি যাহা কর্তব্য মনে করিতেন তাহার আচরণ



বইয়ের হাট YEADIRABD

# অশোকচরিত

**ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন**
এম্. এ, এল-এল্. বি, পি-এইচ. ডি ( হাম্‌বর্গ )

বইয়ের হাট YEADIRABD

জীনরতন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট

অর্থাৎ শুধু কথায় বা মনে বা উপদেশে নয়, বাস্তবে তাহা কার্যে পরিণত করার জন্য উৎসাহ উদ্যম ও প্রয়াস তাঁহার প্রকৃতি ছিল ।

পুত্রপৌত্রাদি ভবিষ্যদ্-বংশধরগণকে অশোক বারবার তাহাদের এই রাজকর্তব্য স্মরণ করাইয়াছেন যে তাহারা যেন নিজেরা ধর্মে ও শীলে অধিষ্ঠিত হইয়া চিরকাল লোককে ধর্মশিক্ষা দেয়—"ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম—ধর্মানুশাসন। কিন্তু যে শীলহীন ( অর্থাৎ যে নিজে ধর্মাচরণ না করে ), তাহার দ্বারা ধর্মলাভ হয় না। অতএব এই বিষয়ের ( অর্থাৎ শীল-আচরণ দ্বারা ধর্মলাভ ) বর্ধন করা ও হ্রাস না করা সাধু। এই উদ্দেশ্যে ইহা লেখান হইল যে তাহারা ( তাঁহার বংশধরেরা ) এই বিষয়ের বর্ধনে যুক্ত হউক এবং ইহার হানির বিষয়ে তাহারা যেন চিন্তা না করে"।

অশোক বলিয়াছিলেন "আমার দ্বারা বহু কল্যাণকর্ম সাধিত হইয়াছে। আমার পুত্রপৌত্রগণ ও তাহাদের পর প্রলয়কাল পর্যন্ত আমার যে বংশধরগণ জন্মিবে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সেইরূপ অনুবর্তন করিবে তাহারা সুকর্ম করিবে, কিন্তু যে ইহার আংশিক মাত্রও ক্ষতি করিবে সে দুষ্কার্য করিবে। .....এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লেখান হইল যে ইহা চিরস্থায়ী হউক এবং আমার বংশধরগণ ইহা সেইরূপে ( তাঁহার আচরিত ও উপদিষ্ট পথে ) অনুবর্তন করুক। কিন্তু উদ্যম পরাক্রম ( উদ্যম ) ব্যতীত ইহা বাস্তবিকই দুষ্কর"।

প্রাচীনকালে প্রচলিত ধর্ম-উৎসবাদিতে স্বর্গবাসীদের সুখ, স্বর্গীয় দৃশ্য প্রভৃতি দেখাইয়া লোককে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে এবং যাগযজ্ঞাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসী করিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু এসবের পরিবর্তে তিনি যাহাকে ধর্ম মনে করেন, লোককে নৈতিক জীবনের সেই সকল শিক্ষাদান এবং নিজের ধর্মাচরণের উদাহরণ দ্বারা অশোক ধর্মবৃদ্ধি সাধনে বেশি ফল লাভ হয় মনে করিতেন—তিনি বলিয়াছিলেন প্রচলিত ধর্মোৎসবের ভেরীধ্বনিকে তিনি ধর্মঘোষণায় পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

লোকে বিবাহ বিদেশযাত্রা সন্তানজন্ম প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সকল নানারূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে, তাহা অপেক্ষা নৈতিক জীবনের নিয়ম

বইয়ের হাট YEADIRABD

পালনে অধিক মঙ্গল লাভ হয়, অশোক এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। পিতা পুত্র ভ্রাতা স্বামী মিত্র প্রতিবেশী, এমন কি পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই অশোক এই বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া সদুপদেশ দিতে বলিয়াছেন।

অশোক লোককে বলিয়াছিলেন দান অতি সাধু কর্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্মশিক্ষাদানের মত দান নাই। অতএব প্রত্যেকের উচিত নৈতিক জীবনের নিয়ম পালন সম্বন্ধে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া—"ইহা করা উচিত, ইহা সাধু, ইহাতে স্বর্গলাভ হয়", এবং বলিয়াছিলেন, "স্বর্গলাভের প্রয়াস অপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য আর কি হইতে পারে? নৈতিক জীবনের নিয়ম পালনেই পুণ্য হয়, তাহার অপালনই পাপ। অপরকে ধর্মশিক্ষা দান করিলে ইহলোকেও সুখের সাধনা করা হয়, পরলোকেও অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করা হয়"!

অশোকের লোকোপকারে আগ্রহ ও উদ্যম কিরূপ প্রবল ছিল এবং তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ কর্মশীল ছিল তাহা আমরা তাঁহার এই উক্তিতে বুঝিতে পারি যে তিনি পরোপকার বিষয়ে শুধু চিন্তা ও ইচ্ছাকে পর্যাপ্ত মনে করেন নাই—"কিন্তু লোকের কাছে স্বয়ং প্রত্যুপগমনকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়"।

## অশোকের দয়া ও দানাদি কর্ম

জীবহত্যা নিষেধ করিয়া অশোক আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যে কোন জীবকে বধ করিয়া যজ্ঞাদিতে আহুতি দেওয়া যাইবে না। যজ্ঞের প্রয়োজন ব্যতিরেকেও অনেক প্রকার পশুপক্ষী ও জলচর তিনি অবধ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। গর্ভিণী অবস্থায় আছে বা সন্তানকে স্তন্য পান

বইয়ের হাট YEADIRABD

করাইতেছে, এরূপ কালের ও ছয়মাসের অনধিক বয়স্ক ছাগী ভেড়ী ও শূকরী বধ, মাসের বিশিষ্ট অনেক তিথিতে মাছধরা ও মোরগকে নির্মুষ্ককরণও তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। কীটাদিযুক্ত তুষ দাহন, জীবহত্যার জন্য বন দাহন, এক প্রাণী আহার করাইয়া আর এক প্রাণীর পোষণ, মাসের বিশেষ বিশেষ তিথিতে বৃষ, ছাগ প্রভৃতি পুংজন্তুর মুষ্কমোচন এবং বিশিষ্ট তিথিতে অশ্বগবাদির লাঞ্ছনাও ( দাগা দেওয়া ) নিষেধ করিয়াছিলেন।

রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালার জন্য জীবহত্যা বন্ধ করিয়া রাজপরিবারের যাহারা অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিলেন, বোধহয় শুধু তাঁহাদের আহারের জন্য প্রত্যহ মাত্র দুইটি ময়ূর ও মধ্যে মধ্যে একটি হরিণ বধের ব্যবস্থা করিয়া অশোক জানাইয়াছিলেন "পরে এই তিনটি প্রাণীও বধ করা হইবে না"।

সেযুগে "সমাজ" নামক মেলার মত উৎসবে বহু নরনারী একত্র হইয়া মাংসভোজন মদ্যপান খেলাধুলা প্রভৃতিতে মত্ত হইত। অশোক এই "সমাজ" উৎসব বন্ধের আদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী 'সমাজে' বহুরূপ দোষই দেখিতে পান কিন্তু একপ্রকার 'সমাজ' আছে যাহা তাঁহার ভাল মনে হয়"—সম্ভবত লোকে একত্র সমবেত হইয়া নিষিদ্ধ আমোদ প্রমোদের পরিবর্তে যেন নির্দোষ বিষয়ের চর্চা করে, ইহাই তাঁহার অভীষ্ট ছিল।

মৌর্য রাজারা মহাসমারোহে মৃগয়া ও আনুষঙ্গিক আমোদপ্রমোদে বাহির হইতেন। অশোক ইহা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেযুগে বন্দীরা কারাগারে বহুরূপ নির্যাতন ভোগ করিত, তাহাদের আত্মীয়স্বজন আহার না জোগাইলে তাহারা অনাহারে মরিত। অশোক বন্দীদের ক্লেশ হ্রাসের জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহদের ভরণ পোষণের এবং বার্ধক্যে বা পীড়ায় বা প্রতিপালনীয় নাবালক সন্তানসন্ততি কেহ থাকিলে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যেও প্রতি বৎসর তিনি বন্দীদিগকে মুক্তি দিতেন। যাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তাহাদের আত্মীয়স্বজন যাহাতে অর্থদণ্ড দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এই চেষ্টা করিতে তিনি কর্মচারিদিগকে উপদেশ

বইয়ের হাট YEADIRABD

দিয়াছিলেন। যদি অর্থদণ্ড দিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার কেহ না থাকে তবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা যাহাতে নিজেদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য দান ও উপবাসাদি করিতে পারে, সেজন্য তিনি প্রাণদণ্ডের পূর্বে তাহাদের তিনদিন সময় দিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছা এই যে কাল সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহারা যেন পারত্রিক কর্ম করে এবং লোকের ধর্মাচরণ সংযম ও দান বিতরণ যেন বর্ধিত হয়"।

শুধু নিজরাজ্যে নয়, নিজরাজ্যের বাহিরে দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিতে, সিংহলে, এবং পশ্চিম এশিয়া, গ্রীকদেশ ও মিশরের বিদেশী রাজ্যগুলিতেও অশোক মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সেখানে ঔষধার্থে ব্যবহার্য ফলমূলাদি বিতরণ ও উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানুষ ও পশুর সুখের জন্য তিনি পথপার্শ্বে ছায়াবৃক্ষ ও আমবাগান রোপণ, কূপ খনন, বিশ্রাম গৃহ ও জলসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনাথ বৃদ্ধ ও আতুরদিগকে তিনি অজস্র অর্থ দান করিতেন এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন অন্তঃপুরবাসিনীগণ ও কর্মচারিগণও যাহাতে সেরূপ করিতে পারেন, তাহার প্রভূত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোক বারবার বলিয়াছেন লোককে সুখদানের জন্য তিনি যে সকল বহু পুণ্যকার্য করেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে যেন তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত মার্গে ধর্মাচরণ করিয়া নিজেদের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতবিধান করে।

বইয়ের হাট YEADIRABD

## অশোকের রাজনীতি

কলিঙ্গযুদ্ধে লোকের বিবিধ দুর্গতি দেখিয়া অশোক দেশজয় ও রাজ্য-বিস্তারনীতি পরিত্যাগ করেন। তাঁহার নূতন রাজনীতি সম্পর্কে তিনি এই

আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন—"দেবগণের প্রিয় সর্বভূতের প্রতি অক্ষতি, সংযত ব্যবহার, সমব্যবহার এবং মৃদুতা ইচ্ছা করেন…কেহ অপকার করিলেও দেবগণের প্রিয় মনে করেন যাহাকে ক্ষমা করিতে পারা যায় তাহাকে ক্ষমা করাই কর্তব্য"।

বিদেশ জয় করিয়া ক্ষমতা প্রসারের পরিবর্তে অশোক ধর্মপ্রচার দ্বারা বিদেশের লোককে ধর্মপ্রবণ করা শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করিয়া বংশধরদিগকে সেই নীতিই পালনের শিক্ষা দিয়াছিলেন—"এই বিজয়ই দেবগণের প্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মনে হয়, যাহা ধর্মবিজয় ( অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নয়, ধর্মদ্বারা জয় ) …ইহাতে সর্বত্র যে বিজয় লাভ হয় তাহাতে মনে প্রীতি ( সন্তোষ ) জন্মে। সেই প্রীতি লাভ হয় ধর্মবিজয়ে…আমার পুত্রপৌত্রগণ যেন নূতন দেশ জয়কে বিজয়যোগ্য ( বিষয় ) মনে না করে। যদি নিতান্তই অস্ত্রবলে অন্য দেশ বিজয় করিতে হয়, তাহাতেও যেন পরাজিতকে ক্ষমা ও লঘুদণ্ড দান তাহাদের কাম্য হয় এবং তাহাকেই যেন তাহারা প্রকৃত বিজয় মনে করে যাহা ধর্মবিজয়। তাহাতে ইহলোকেও এবং পরলোকেও মঙ্গল লাভ হয় এবং ইহা লাভের জন্য উদ্যমের প্রতি আগ্রহই যেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র আগ্রহের বিষয় হয়, কারণ তাহাতে ইহলোকেও এবং পরলোকেও মঙ্গল হয়"।

এখানেও অশোকের কর্মশীল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সদিচ্ছা বা সদুদ্দেশ্য পোষণকেই তিনি পর্যাপ্ত মনে করিতেন না, সেই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা ও প্রয়াসকেই তিনি যথার্থ ধর্মাচরণ মনে করিতেন।

পররাজ্যবাসী লোকের প্রতি তাঁহার মনোভাব শুধু যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। তিনি আরও কতদূর তাহাদের হিতকামনা করিতেন তাহা স্পষ্ট হইয়াছে রাজকর্মচারিদের প্রতি তাঁহার এই আদেশে—

"আমার দ্বারা যে প্রত্যন্তদেশগুলি জয় করা হয় নাই, তাহার অধিবাসিগণের হয়তো এরূপ মনে হইতে পারে 'আমাদের সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় না জানি কি!'

বইয়ের হাট YEADIRABD

"আমার এই ইচ্ছাই তোমরা তাহাদিগকে জানাইবে যে 'রাজা এইরূপ ইচ্ছা করেন তাহারা যেন আমার নিকট হইতে কোন উদ্বেগ আশঙ্কা না করে, তাহারা যেন আমাকে বিশ্বাস করে এবং আমার নিকট হইতে দুঃখ নয়, শুধু সুখই লাভ করে।'

"তোমরা তাহাদিগকে আরও জানাইবে যে 'তাহাদের মধ্যে যাহাকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, রাজা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আমার ইচ্ছা অনুযায়ীভাবে যেন তাহারা ধর্মাচরণ করিয়া ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করে, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।'

"প্রত্যন্ত দেশের অধিবাসীগণের প্রতি তোমাদের এরূপ আচরণ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে 'যেমন পিতা, সেইরূপ রাজা আমাদের প্রতি; যেমন তিনি নিজের আত্মীয়গণের সম্বন্ধে বোধ করেন, সেরূপ তিনি আমাদের প্রতিও বোধ করেন; যেমন তাঁহার সন্তানগণ তেমনি আমরা তাঁহার নিকট'।

"তোমরা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন এবং ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের হিতসাধন করিতে পার।

"এই উদ্দেশ্য এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে মহামাত্রগণ শাশ্বত কাল সেই প্রত্যন্ত দেশবাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদনে ও তাহারা যাহাতে ধর্মাচরণ করে, সে বিষয়ে যত্নবান হন"।

কিন্তু অশোক অপরের প্রতি যত উদার ও ক্ষমাশীলই হউন, তাঁহার সহিষ্ণুতা সীমাহীন ছিল না, এবং তিনি যে কোনও কারণেই অন্যায় আচরণকারীর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করিতেন তাহাও নয়। সেযুগে দেশের অনেকাংশে গভীর বন ছিল। তাহার অর্ধসভ্য অধিবাসীরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। অশোক বলিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে সমুচিত আচরণ করিতে অনুনয় করেন এবং তাঁহার কথা বিবেচনা করিতে বলেন, এবং কলিঙ্গযুদ্ধ-জনিত অনুতাপের ফলে তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রভাবের কথা তাহাদিগকে বলা হয়, যাহাতে তাহারা নিজেদের আচরণে লজ্জা বোধ করে এবং তাঁহার হাতে বিনষ্ট না হয়।

বইয়ের হাট YEADIRABD

ইহাতে বুঝা যায় দুষ্কর্মকারীরা দুষ্কার্য ত্যাগ না করিলে তিনি তাহাদের প্রাণনাশ পর্যন্ত যথোচিত শাস্তিদানে পশ্চাদপদ হইতেন না। অতএব তিনি যুদ্ধত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অহিংস "বৈষ্ণব" হইয়া রাজ্যশাসন নির্বীর্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন এরূপ মনে করা ভুল। কারাগারের বন্দীদের প্রতি বহু করুণা প্রকাশ করিলেও তিনি যে অপরাধীকে শাস্তিদান ও প্রাণদণ্ড তুলিয়া দেন নাই, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

রাজ্যের সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম (অশোকের উদ্দিষ্ট অর্থে) বর্ধনের জন্য অশোকনিযুক্ত ধর্মমহামাত্রগণের কথা বলিয়াছি। তাঁহাদের কর্তব্য ছিল রাজ্যের সর্বত্র উচ্চ ও নীচ, ধনী ও দরিদ্র সর্বসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তাঁহারা যেন "ধর্ম স্থাপন, ধর্মবৃদ্ধি এবং যাহারা ধর্মাচারী তাহাদের হিতসুখ সাধনের জন্য" ব্যাপৃত থাকেন। অনাথ ও বৃদ্ধগণের পরিপোষণ এবং কারাগারের বন্দীদিগের ক্লেশহ্রাসেও তাঁহারা যত্নবান হইতেন। রাজপরিবারের সকল স্ত্রীপুরুষগণের দানাদি বিতরণও তাঁহাদের কর্তব্য ছিল এবং বৌদ্ধ জৈন আজীবিক প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের শ্রমণগণের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতেন।

ধর্মমহামাত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্রগণ এবং সবশ্রেণীর উচ্চ রাজকর্মচারিবৃন্দকেও অশোক প্রজাহিত সাধনে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া লোককে ধর্মোপদেশ দান করিতে এবং প্রজাগণের হিত ও সুখ বিষয়ে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন—

"মনুষ্যগণের যেন প্রণয় লাভ করিতে পারো, এইভাবে তোমরা শত-সহস্র লোকের মধ্যে কর্মে ব্যাপৃত আছ···তোমরা সর্বদা সাবধান থাকিও যেন নিরপরাধ ব্যক্তিরা অকারণে রাজকর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়···ঈর্ষা ক্রোধ নিষ্ঠুরতা অধীরতা, কর্মের অসমাপ্তি, আলস্য ও কর্তব্যকর্মে ক্লান্তিবোধ, এই কারণগুলিবশতঃ লোকে সম্যকভাবে নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে না। কিন্তু তোমাদের চেষ্টা করা উচিত এই দোষগুলি যেন তোমাদের না হয় এবং সেই চেষ্টার মূলকথা হইতেছে ক্রোধ ও অধীরতা ত্যাগ করা।

বইয়ের হাট YEADIRABD

"যাহারা কর্তব্য কর্মে ক্লান্তিবেধ করে তাহারা রাজকর্মে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু তোমাদের উচিত সর্বদা কর্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকা।

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ইহা বুঝ, তাহাদের পক্ষে উচিত অপরকে বুঝাইয়া বলা 'আনৃণ্যের ( অর্থাৎ অপরের প্রতি কর্তব্য কার্য সম্পাদনের ) কথা চিন্তা কর ; দেবগণের প্রিয়ের ( অর্থাৎ রাজার ) অনুশাস্তি ( অর্থাৎ আজ্ঞা বা শিক্ষা ) এই এই রূপ ; তাহার সম্যক্ সম্পাদনে মহাফল লাভ হয়, অসম্পাদনে মহা অপায় ( দুর্গতি ) লাভ হয় ; ইহা অযথা সম্পাদন করিলে না হয় স্বর্গলাভ, না হয় রাজার সন্তোষ বিধান'…

"এই উদ্দেশ্যে এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে নগর-ব্যবহারক মহামাত্রগণ ( নগরে বিচারকার্যের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারীগণ ) যেন সর্বদা এই বিষয়ে অবহিত থাকেন যে লোকের অকারণ বন্ধন বা অকারণ উৎপীড়ন যেন না হয়।

"এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি প্রতি পাঁচ বৎসরে এরূপ মহামাত্র-গণকে ভ্রমণে বাহির হইতে বলিব যাঁহারা কর্কশ বা চণ্ড প্রকৃতির না হইয়া মৃদুপ্রকৃতি হইবেন এবং এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সেরূপ ( আচরণ ) করিবেন যেরূপ আমি আজ্ঞা দিয়াছি…

"যখন সেই মহামাত্রগণ ভ্রমণে বাহির হইবেন তখন নিজেদের ( অন্য ) কর্মের হানি না করিয়া ইহাও দেখিবেন যে অপর কর্মচারিগণও যেন সেরূপই আচরণ করে যেমন আমি আজ্ঞা দিয়াছি"।

যে রাজপুত্রেরা উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলায় উপরাজারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অশোক পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে প্রতি তিন বৎসরে নিজ নিজ শাসনাধীন প্রদেশে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্তরূপ সুযোগ্য প্রকৃতির মহামাত্রগণকে ভ্রমণে বাহির হইবার আজ্ঞা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

প্রজাবর্গকে সর্বসাধারণের পালনীয় ধর্মনীতি উপদেশ দিবার জন্য অশোক মন্ত্রীপরিষৎকে আদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন 'যুক্ত' নামক

বইয়ের হাট YEADIRABD

উচ্চ কর্মচারিদিগকে নিজেদের অপরাপর কর্ম ছাড়া প্রজাকে ধর্মোপদেশ দানের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন এবং যুক্তগণ নিজেরা এবং 'রজ্জুক' ও 'প্রাদেশিক' নামক কর্মচারীগণও যেন প্রতি পাঁচ বৎসরে প্রজাকে ধর্মোপদেশ দানের জন্য ভ্রমণে বাহির হন।

"এই উদ্দেশ্যে আমার দ্বারা ধর্মঘোষণা শ্রবণ করান হইল এবং বিবিধ ধর্মানুশাস্তি আজ্ঞা করা হইল যাহাতে যে রাজপুরুষগণ বহু লোকের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত আছে, তাহারা তাহা উপদেশ দেয় এবং প্রবিস্তার করে। রজ্জুকগণও বহুশতসহস্র লোকের মধ্যে নিযুক্ত আছে; তাহাদিগকে আমি আজ্ঞা দিয়াছি 'তোমরা নিজেরা ধর্মযুক্ত হইয়া এইরূপে লোককে উপদেশ দেও'।"

সর্বশ্রেণীর রাজপুরুষদের আদর্শ ও প্রজাগণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অশোক বলিয়াছিলেন "ইহাই হইতেছে বিধি—ধর্মের দ্বারা পালন, ধর্মের দ্বারা বিধান, ধর্মের দ্বারা সুখীকরণ এবং ধর্মের দ্বারা রক্ষণ"।

অশোক দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রজাহিত সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ আদর্শ রাজপুরুষরা সর্বদা অনুসরণ করেন না—"সকল মানুষগণ আমার সন্তান। নিজের সন্তান সম্বন্ধে যেমন আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা আমার নিকট হইতে ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার হিত ও সুখ প্রাপ্ত হউক, তেমনি সকল মনুষ্যগণ সম্বন্ধেও আমি সেইরূপই ইচ্ছা করি।

"কিন্তু আমার এই ইচ্ছা কতদূর ব্যাপক তাহা তোমরা বুঝ না। তোমাদের মধ্যে কেহ একজন যদি ইহা বুঝে, সেও তাহার অংশমাত্র বুঝে, সমগ্র না।"

এই আদর্শ বুঝাইবার জন্য অশোক বলিয়াছিলেন তিনি 'রজ্জুক' নামক উচ্চ রাজকর্মচারিদিগকে বিচারকার্যে অনেক স্বাধীনতা দিয়াছেন যাহাতে তাহারা "আশ্বস্ত ও অভীত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, গ্রামবাসিদের হিতসুখ বিধান করে, তাহাদের উপকার করে ও সুখদুঃখ বুঝে এবং নিজেরা ধর্মযুক্ত হইয়া গ্রামবাসিদের উপদেশ দেয়, যাহাতে তাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করে।

বইয়ের হাট YEADIRABD

"রজ্জুকগণের কর্তব্য আমার মতানুসারে চলিবার যোগ্য হওয়া। আমার অভিপ্রায়জ্ঞ (উচ্চতর) রাজপুরুষগণও আমার মতানুসারে চলিবেন এবং রজ্জুকগণকে উপদেশ দিবেন যাহাতে তাহারা আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারে।

"ঠিক যেমন সন্তানকে সুদক্ষা ধাত্রীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া লোকে এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে 'সুদক্ষা ধাত্রী আমার সন্তানকে সুখে পরিপালন করিবে,' সেইরূপ আমার দ্বারা রজ্জুকগণকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

"যাহাতে রজ্জুকগণ গ্রামবাসী লোকের হিত ও সুখের জন্য অভীত আশ্বস্ত ও অবিমনা হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য আমার দ্বারা রজ্জুক-দিগকে বিচারকার্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে"।

অশোক রজ্জুকদিগকে বলিয়াছিলেন তাহাদের চেষ্টা করা উচিত যে অপরাধীর বিচারকার্যে যেন পক্ষপাতিত্ব করা না হয়, সকলকেই যেন একই ন্যায়সম্মতভাবে বিচার করা হয় এবং যথাবিহিত শাস্তি দেওয়ায় তারতম্য করা না হয়।

কূটনীতি চর্চার জন্য নয়, তাঁহার উদ্দিষ্ট ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক তাঁহার রাজ্যসীমার বাহিরে দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য কেরল ও সিংহলের, এবং পশ্চিম-এশিয়া, গ্রীস ও মিশরের রাজাদের কাছে দূত পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি দক্ষিণভারত ও সিংহলের রাজাদের কাহারও নাম করেন নাই কিন্তু পশ্চিমে আলেকজাণ্ডারের বিজিত সাম্রাজ্যে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের যে বংশধররা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের নাম (অবশ্য ভারতীয় উচ্চারণ ও বানানে) করিয়াছেন, যথা Antiochos II Theos (সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার রাজা), Ptolemy II Philadelphos (মিশরের), Antigonas Gonatas (ম্যাসিডোনিয়ার), Magas (মিশরের পশ্চিমে Cyrene দেশের) এবং Alexander (ম্যাসিডোনিয়ার পশ্চিমে Epirus দেশের)। অশোকের মানবহিতেচ্ছা কত দূরপ্রসারী ছিল, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি। ইহাকেই তিনি ধর্ম বিজয় বলিয়াছিলেন।

বইয়ের হাট YEADIRABD

# অশোক ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি অশোক স্বয়ং বুদ্ধভক্ত হইলেও সকল সম্প্রদায়ের কিরূপ হিতকামী ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মাবলম্বীরা যেন তাঁহার রাজ্যে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বাস করিতে পারে এবং সকলেই যেন নিজ নিজ আদর্শ ও সামর্থ্য অনুসারে ধর্মমার্গে উন্নতিলাভ করে। তবে যাহা তিনি অন্যায় মনে করিতেন, যেমন যজ্ঞার্থে পশুহত্যা, তাহা অপর ধর্মে আদিষ্ট হইলেও তাহাতে তিনি প্রশ্রয় না দিয়া তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মমতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সকলকেই যে বহু দান ও অনুগ্রহ করিতেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

"দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রব্রজিত (গৃহত্যাগী সাধুসন্ন্যাসী) ও গৃহস্থগণকে সম্মান করেন এবং দান ও বিবিধ সম্মান প্রদর্শন দ্বারা তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করেন"।

অশোক চাহিয়াছিলেন বিভিন্ন মতের ধর্মসাধকগণ যেন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করেন—"কিন্তু দান বা সম্মান প্রদর্শনকে দেবগণের প্রিয় তেমন (মূল্যবান) মনে করেন না যেমন তিনি (এই বিষয়কে মূল্যবান) মনে করেন যে, সকল সম্প্রদায়ের যেন সারবৃদ্ধি (অর্থাৎ ধর্মপথে প্রকৃত উন্নতি লাভ) হয়"।

অপর ধর্মমতের নিন্দা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত প্রচার বা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে অশোক "সারবৃদ্ধি" মনে করিতেন না—"সারবৃদ্ধি বহুবিধ (ভাবে হয়)। তাহার মূল হইতেছে বাক্‌সংযম অর্থাৎ অকারণে আত্ম-সম্প্রদায়ের গৌরববৃদ্ধি এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা না করা, এবং আত্ম-সম্প্রদায়ের গৌরববৃদ্ধি ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা যখন বাস্তবিকই প্রয়োজন হয়, তখনও তাহা লঘুভাবে করা"।

বইয়ের হাট YEADIRABD

অতএব সারবৃদ্ধির প্রথম সোপান অশোক মনে করিতেন আত্মসম্প্রদায়-বর্ধন ও পরসম্প্রদায়-নিন্দা ত্যাগকে, অর্থাৎ আত্মসম্প্রদায়-বর্ধন ও পরসম্প্রদায়-নিন্দাকে তিনি সারবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন।

সাম্প্রদায়িক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া অশোক যে উচ্চতর মার্গের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অতি উদার ও মহান—"সকল সম্ভব ক্ষেত্রে বরং পরসম্প্রদায়ের সম্মানই করা উচিত ; ইহা দ্বারা আত্মসম্প্রদায়েরও বর্ধন করা হয়, পরসম্প্রদায়েরও উপকার করা হয় ; ইহার অন্যথা করিলে আত্মসম্প্রদায়েরও ক্ষতি করা হয় এবং পরসম্প্রদায়েরও অপকার করা হয়"।

আত্মশ্লাঘা-প্রবৃত্তি বশতঃই যে আমরা ভুল করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গৌরববর্ধনের ও পরসম্প্রদায়কে হীন করিবার চেষ্টা করি, ইহা বুঝাইবার জন্য অশোক বলিয়াছিলেন "লোকে যখন আত্মসম্প্রদায়ের গৌরববর্ধন করে ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করে, তাহা সবই আত্মসম্প্রদায়ের প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি বশতঃ এই ভাবিয়া করে যে 'আত্মসম্প্রদায়ের খ্যাতি বৃদ্ধি করা আমাদের উচিত', কিন্তু তাহাতে লোকে আত্মসম্প্রদায়েরই অধিকতর অপকার করে"।

সাম্প্রদায়িক বিষয়ে এই নির্বুদ্ধিতার পরিবর্তে অশোক এই আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন—"অতএব সমবায়ই সাধু, অর্থাৎ সকলের উচিত পরস্পরের ধর্মমত শুনা ও তাহাতে শ্রদ্ধা করা"।

সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ ছাড়িয়া সকলকে অশোক বহুশ্রুত (সকল অর্থাৎ অন্যেরও মত বিষয়ে জ্ঞানবান) ও কল্যাণাগম বা শুভকর্মা হইতে বলিয়াছিলেন—"যাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান তাহাদিগকে এইরূপ জানাইতে হইবে যে দেবগণের প্রিয় ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে দান ও তাহাদের প্রতি সম্মানকে সেরূপ (মূল্যবান) মনে করেন না যেরূপ (মূল্যবান) তিনি এই বিষয়কে মনে করেন যে সর্বসম্প্রদায়ের যেন সারবৃদ্ধি হয়"।

স্ত্রী-পুরুষ সকল লোককে এই বিষয় জানাইবার জন্য অশোক বহুবিধ রাজকর্মচারীগণকে আদেশ করিয়াছিলেন—"এবং ইহার ফল এই যে ইহাতে আত্মসম্প্রদায়েরও বর্ধন করা হয় এবং ধর্মেরও দীপনা ( প্রভাব বৃদ্ধি ) হয়"।

বইয়ের হাট YEADIRABD

# অশোক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়

রাজত্বের ১১শ বৎসরে অশোক বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের সম্বোধিলাভস্থানে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সেকালের রাজাদের মৃগয়া প্রভৃতি বিলাসে "বিহার যাত্রা" ত্যাগ করিয়া এই তীর্থযাত্রাকে অশোক "ধর্মযাত্রা" আখ্যা দিয়াছেন। মৃগয়াদি বিলাসে রাজাদের "বিহারযাত্রায়" যেমন বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করা হইত, তাহার পরিবর্তে অশোক এই "ধর্মযাত্রায়" বহু পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেমন—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান; বৃদ্ধগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা; গ্রামবাসীদিগকে দর্শনদান, তাহাদিগকে যথোপযোগী ধর্মোপদেশ দান ও ধর্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা।

অশোক বলিয়াছেন পূর্বে মৃগয়াদি আমোদ-প্রমোদে "বিহারযাত্রায়" তিনি যে আনন্দলাভ করিতেন, তাহা অপেক্ষা বুদ্ধগয়ায় "ধর্মযাত্রা"য় তিনি অনেক অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

উচ্চ রাজপুরুষদিগকে অশোক যেমন প্রজাহিতার্থে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেরূপ তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়াও তিনি নিজেও অবশ্যই প্রায়ই এইরূপ ধর্মযাত্রায় বাহির হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রমণ বৃদ্ধ ও গ্রামবাসীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিয়া তদনুরূপ সুব্যবস্থা, বহু অর্থাদি দান, ও তাহাদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক আলাপ আলোচনা করিতেন।

রাজত্বের ১৫শ বর্ষে অশোক বৌদ্ধ কাহিনীতে আখ্যাত কনকমুনি নামক একজন প্রত্যেকবুদ্ধের (শাক্য গৌতমের পূর্বে যাঁহারা সম্বোধি লাভ করিলেও তাহা প্রচার করেন নাই এরূপ ২৪জন ব্যক্তিকে বৌদ্ধ কাহিনীতে "প্রত্যেকবুদ্ধ" বলা হয়) স্মৃতিস্তূপ (নেপাল তরাইর বস্তী জেলায় অবস্থিত)

বইয়ের হাট YEADIRABD

সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং রাজত্বের ২১শ বর্ষে সেখানে তীর্থযাত্রা করিয়া একটি শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই যাত্রায় তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতেও গিয়া স্তম্ভ স্থাপন করিয়া সে স্থানটি পাথরের প্রাচীরদ্বারা ঘিরিয়া দিয়াছিলেন এবং নিকটস্থ গ্রামের দেয় করের মাত্রা হ্রাস করিয়াছিলেন।

বুদ্ধগয়া রাজগৃহ প্রভৃতি বুদ্ধস্মৃতিময় অন্য বহু তীর্থেও অশোক যে সকল স্তূপ ও স্তম্ভাদি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক এখন নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ নানাস্থানেও তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ স্তম্ভ ও বিহার স্থাপনা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধসংঘে নানারূপ মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় সংঘে দলাদলি আরম্ভ হয়। ইহা নিবারণের জন্য সকল ভিক্ষুভিক্ষুণীদের ডাকাইয়া অশোক একটি সভা আহ্বান করেন, এরূপ সভাকে "ধর্মসংগীতি" বা Buddhist Council বলা হয়। সিংহলী গ্রন্থে বর্ণিত আছে এই সভায় ভিক্ষু মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যকে সভাপতি করিয়া অশোক বিবাদী ভিক্ষুভিক্ষুণীদের প্রত্যেককে সভার সম্মুখে প্রশ্ন করেন তাহারা সভার নির্দিষ্ট ধর্মবিধান স্বীকার করে কিনা, এবং না করিলে তিনি তাহাদিগকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করেন। অশোকের একটি লিপিতেও সংঘভেদক ভিক্ষুভিক্ষুণীদিগকে সংঘচ্যুত করিবার আদেশে বলা হইয়াছে তাহাদের সন্ন্যাসের গৈরিক বস্ত্র ছাড়াইয়া গৃহীর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সংঘারামে বাস করিতে দেওয়া হইবে না।

অশোকের এই আজ্ঞায় তাঁহার শাসননীতির দৃঢ়তা বুঝা যায়। তিনি অপরাধীকে শাস্তিদানে যেমন অতি কঠোরতা, তেমনি অতিকৃপা বা দুর্বলতাও দেখাইতেন না। সংঘ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহার যত ক্ষমতা ছিল, রাজ্যশাসন বিষয়ে তাহা অপেক্ষা বহু-অধিক ক্ষমতা ছিল। সংঘবিষয়ে তিনি সাধুসন্ন্যাসীদিগকে শাস্তিদানে যখন শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই, তখন বুঝা যায় রাজকার্য বিষয়ে অপরাধ করিলে তিনি রাজকর্মচারিদিগকেও ক্ষমা করিতেন না।

বৌদ্ধসংঘাচার্যদিগকে অশোক একটি লিপিতে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার

বইয়ের হাট YEADIRABD

প্রগাঢ় ভক্তি এবং সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিয়াছিলেন সন্ন্যাসী বা গৃহী, স্ত্রী বা পুরুষ সকল বৌদ্ধই যেন তাঁহার নির্বাচিত কতকগুলি বুদ্ধোপদেশ সযত্নে পাঠ করে ও স্মরণে রাখে।

সিংহলী বিবরণে বর্ণিত আছে অশোকের ধর্মসংগীতিতে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ফলে পশ্চিমে কাশ্মীর গন্ধার ও পশ্চিম-দক্ষিণ-এশিয়ায়, দক্ষিণে গুজরাট মহারাষ্ট্র কর্ণাট মহীশূর ও সিংহলে, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশে এবং উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য দেশগুলিতে বৌদ্ধভিক্ষুরা ধর্মপ্রচারে বাহির হন। অশোক এ বিষয়ে অবশ্যই সংঘকে বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ধর্মরক্ষিত নামক যে ভিক্ষু গুজরাটে প্রচার-কার্যে গিয়াছিলেন তিনি জাতিতে গ্রীক ( অথবা পশ্চিম-দক্ষিণ-এশিয়ার গ্রীকরাজ্যের প্রজা ) ছিলেন।

অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম মগধের অন্য বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট একটি সম্প্রদায়রূপে মাত্র কয়েকস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। অশোকের পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলেই তাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ক্রমে ভারতের বাহিরেও প্রসার লাভ করে। অশোক স্বয়ং মধ্যে মধ্যে ভিক্ষুব্রতী হইয়া সংঘারামে বাস করিতেন।

## অশোকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

অশোকস্থাপিত স্তূপ ও বিহারগুলির সবই বিনষ্ট হইয়া কোন স্থানে তাহার শুধু ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে। সারনাথ ও সাঁচীর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ খনন করিরা প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখিয়াছেন উহা ইটে নির্মিত ছিল, উহার ভিত্তির ব্যাস ৬০ ফুট ছিল এবং উহা খুব বেশি উচ্চ ছিল না। উহার চারিদিক দিয়া একটি বারান্দার মত ছিল, মাথায় পাথরের রেলিংযুক্ত

বইয়ের হাট YEADIRABD

একটা ছোট চাতাল ( হর্মিকা ) ছিল এবং হর্মিকার উপর একটা পাথরে নির্মিত ছত্র ছিল। স্তূপের ভিতরে বুদ্ধের 'ধাতু' বা পূতাস্থি রক্ষিত হইত। সারনাথ ও সাঁচীর অশোকস্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর উত্তরযুগে পুনরায় কয়েকবার বড় করিয়া স্তূপ নির্মিত হয়। বুদ্ধগয়ার বর্তমান রেলিংকে অনেকে ভুল করিয়া অশোকের মনে করেন; বাস্তবে উহা অশোকের প্রায় একশত বৎসর পরে শুঙ্গযুগে নির্মিত হয়।

লুম্বিনীতে বুদ্ধের জন্মস্থানে এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের নিকট স্থাপিত অশোকস্তম্ভের চারিদিকের রেলিং বিনষ্ট হইয়াছে।

পাটলিপুত্রে নির্মিত অশোকের রাজপ্রাসাদের এখন চিহ্নই নাই। পাষাণে নির্মিত এই প্রসাদের বিপুল ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া চীনা শ্রমণ ফা-হিয়েন ( ৫ শতকের প্রারম্ভে ) বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন এরূপ বৃহৎ ব্যাপার মানুষের নির্মাণ করা সম্ভব নয়, নিশ্চয় দৈত্যদানবরা উহা নির্মান করিয়াছিল।

অশোকের ভাস্কর্যের মধ্যে যাহা নাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা তাঁহার স্থাপিত বহুসংখ্যক শিলাস্তম্ভের মাত্র কয়েকটি। স্তম্ভগুলির শিরোভাগে যে প্রাণীমূর্তিগুলি থাকিত তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে।

এই স্তম্ভগুলি ৩০ হইতে ৪৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ছিল। এগুলি আকৃতিতে গোল এবং নীচ হইতে উপর ক্রমে কিছু সরু। স্তম্ভশীর্ষে একটি গোলাকৃতি পাদপীঠ, তাহার উপর সিংহাদি পশুর মূর্তি এবং পশুপৃষ্ঠে একটি ( ধর্ম- ) চক্র থাকিত। পাদপীঠের গাত্রেও লতা বা পুষ্প বা পক্ষী বা প্রাণীমূর্তি খোদিত হইত। স্তম্ভ ও শিরোভাগের পাদপীঠ ও পশুমূর্তি কাচের মত অতি মসৃণ। পশুগুলি খুবই সজীব।

মৌর্যযুগের পূর্বে ভারতে পাথরের স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের প্রচলন ছিল না। প্রাচীনযুগের গৃহাদি সবই ইট ও কাঠে নির্মিত হইত, ভাস্কর্যও কাঠ বা ধাতু, হস্তিদন্ত রত্ন বা মাটি প্রভৃতিতে করা হইত। অশোকের শিল্পীদের প্রস্তরকর্মে যেরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় তাহারা পুরুষানুক্রমে বহুকাল ধরিয়া প্রস্তরকর্মে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং



বইয়ের হাট YEADIRABD

তাহারা ভারতীয় হইতে পারে না। কাচবৎ মসৃণ পালিশ যেমন পারস্যে প্রচলিত ও ভারতে অজ্ঞাত ছিল, তেমনি পশুমূর্তিগুলিতেও কিছু অভারতীয়ত্বের চিহ্ন আছে। সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের সিংহগুলির হনু ও গুম্ফের গঠনভঙ্গী গ্রীকদেশের মত, ভারতীয় শিল্পীদের সিংহমূর্তির শৈলী অন্য রীতিতে কল্পিত হয়। সারনাথ স্তম্ভের শিরোভাগের পদপীঠের গাত্রে খোদিত অশ্বমূর্তিটির ভঙ্গী পূর্ণ গ্রীক এবং সম্পূর্ণ অভারতীয়, হস্তিমূর্তিটির চক্ষুদ্বয় অস্বাভাবিক বড় ( যাহা খাঁটি ভারতীয় শিল্পীরা কখনও করিতেন না )। পাদপীঠে খোদিত লতাপুষ্পও অনেক ক্ষেত্রে অভারতীয়। স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তি স্থাপনও পারস্যের ভাস্কর্যে সুপ্রচলিত ছিল

সুতরাং অনুমান হয় অশোকের শিল্পীরা গ্রীস ও পারস্যের শিল্পরীতিতে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিল। অশোক সম্ভবত ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশের অধিবাসী গ্রীকশিল্পীদের আনাইয়া তাঁহার প্রস্তরভাস্কর্য কর্মগুলি করাইয়াছিলেন। কেহ যে মনে করিয়াছেন সারনাথ স্তম্ভে খোদিত হস্তী ও ককুদ্মান্ বৃষমূর্তি অভারতীয় শিল্পীদের কৃত হইতে পারে না কারণ ভারতের বাহিরে হস্তী ও ককুদ্মান বৃষ অপরিচিত ছিল, তহা ঠিক নয়। ককুদ্মান বৃষ ভারতের পশ্চিমেও অনেক দেশে পরিচিত ছিল এবং আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে হস্তীও পশ্চিম-এশিয়ায় নীত হইয়াছিল। সেলেউকস চন্দ্রগুপ্তের কাছে ৫০০ হস্তী পাইয়া তাহা পশ্চিম এশিয়ায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন। উপরন্তু সারনাথের হস্তী ও বৃষমূর্তি মহেঞ্জোদাড়োর বৃষ ও সাঁচীর হস্তিমূর্তিগুলির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট।

অশোকশিল্পীদের তুল্য কারুকর্মের নিদর্শন অশোকের পূর্বে এবং কিছু-কাল পরেও ভারতে আর দেখা যায় নাই। ইতিহাসে দেখা যায় কোন স্থানে অকস্মাৎ কোনও রীতির আবির্ভাব ও অকস্মাৎ তিরোধান যেখানেই হইয়াছে সেখানেই ইহার কারণ বিদেশীদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।

বইয়ের হাট YEADIRABD

# অশোকের কর্মের ফলাফল

অশোকের শিলালিপিগুলির প্রায় ১৩-১৪ বৎসর পর স্তম্ভলিপিগুলি লিখিত হইয়াছিল। স্তম্ভলিপিগুলিতে কথিত অনেক উক্তি হইতে এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তিনি একটি স্তম্ভলিপিতে বলিয়াছেন তিনি সকল শ্রেণীর লোকের হিতচিন্তা করেন এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়কে বিবিধ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন বটে কিন্তু সকলের কাছে স্বয়ং "প্রত্যুপগমন"ই তিনি তাহাদের দ্বারা ধর্মবর্ধনের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন। অর্থাৎ দূর হইতে হিতচিন্তায় বা দানাদি সহায়তা দ্বারা লোকের উৎসাহ বর্ধনে তিনি যত ফল পাইয়াছিলেন, তাহার অধিক ফল পাইয়াছিলেন স্বয়ং লোকের কাছে গিয়া এবিষয়ে কথাবার্তা ও উপদেশ দান দ্বারা।

তাঁহার জীবনের শেষ লিপিতে ( ৭ম স্তম্ভলিপি ) অশোক এই বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন মানুষের দ্বারা ধর্মবর্ধনের চেষ্টা তিনি দুই উপায়ে করিয়াছিলেন——(১) নানাবিধ আজ্ঞা ও বিধিনিষেধ প্রভৃতি প্রকাশ দ্বারা এবং (২) "নিধ্যাতি" অর্থাৎ লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহাদের সেই সকল বিষয়ে চিন্তা বিচার ও বিবেচনার উদ্রেক দ্বারা। কিন্তু এই দুইপ্রকার উপায়ের মধ্যে নিয়মপ্রচার দ্বারা যে ফল হইয়াছিল তাহা "লঘু", কিন্তু "নিধ্যাতি দ্বারাই অধিক ফল হইয়াছে…ভূতগণের অবিহিংসায় ও প্রাণগণের অহত্যায় মনুষ্যগণের ধর্ম-বৃদ্ধি নিধ্যাতি দ্বারাই অধিক বর্ধিত হইয়াছে"।

ইহা অতি সত্য যে মানুষকে আজ্ঞা দ্বারা কিছু করিতে বা না করিতে বলিলে যে ফল হয়, যুক্তি ও মৈত্রী দ্বারা বুঝাইয়া বিবেচনা ও জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া সেই বিষয়ে সম্মতি, ইচ্ছা ও আগ্রহের উদ্রেক করিতে পারিলে তাহার অধিক ফল হয়।

বইয়ের হাট YEADIRABD

অশোকের চিন্তা ও ক্রিয়াবলী পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও রাজার পক্ষে অতি অভিনব এবং প্রথম। যে দেশবিজয়কে সকল দেশের রাজারা চিরদিন মহাগৌরবের বিষয় মনে করিয়া আসিতেছিলেন, অশোক তাহা ত্যাগ করিয়া "ধর্মবিজয়"কে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন দেশের রাজাদের রাজলিপিতে তাঁহারা নিজেদের বিদেশজয়-গৌরব ঘোষণা করিয়া অহমিকা চরিতার্থ করিতেন, কিন্তু অশোক লিপিপ্রকাশ স্তম্ভস্থাপন প্রভৃতি দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মবৃদ্ধির প্রয়াস করিয়াছিলেন।

অশোক বারবার বলিয়াছেন তাঁহার সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার আদর্শ অনুসরণে লোকে যেন ধর্মবৃদ্ধি সাধন করে। তাঁহার অনেক উক্তিতে তাঁহাকে আত্মগৌরবপ্রয়াসী মনে হয় এবং অহমিকা তাঁহার ছিলও, কিন্তু তাঁহার সকল বাক্য ও কর্ম বিবেচনা করিলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মগৌরব বৃদ্ধি নয়, ধর্মবৃদ্ধি এবং এই বিষয়ক যশ লাভে অবশ্যই তিনি আকাঙ্ক্ষাবান ছিলেন।

ধর্মপ্রচার আরম্ভের অল্পদিন পর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষলিপিতে পর্যন্ত অশোক বহুবার বলিয়াছেন তাঁহার ধর্মপ্রচারে বহু ফল হইয়াছে, লোকের মধ্যে বহু ধর্মবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অশোক আরও বলিয়াছেন ভারতের দক্ষিণস্থ ও পশ্চিমস্থ বিদেশীয় রাজ্যগুলিতে যেখানে তাঁহার প্রেরিত দূতগণ গিয়াছে শুধু সেখানে নয়, "এমন কি যে সকল দেশে দেবগণের প্রিয়ের দূতরা যায় নাই, সেখানেও লোকে দেবগণের প্রিয়ের ধর্মবৃত্তি ধর্মবিধান ও ধর্মানুশাস্তি শুনিয়া ধর্ম অনুবিধান করে ও অনুবিধান করিবে"।

ইহা অবশ্যই কিছু অত্যুক্তি। ইহাতে অশোকের আন্তরিক সদিচ্ছা আশা ও উৎসাহ প্রকাশ পায় বটে এবং হয়তো তিনি নিজের প্রজাবর্গের উৎসাহ বর্ধনের জন্যও ইহা বলিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মনে হয় এ বিষয়ে অশোক কিছু অতিবিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রয়াসের ফলে রাজ-পরিবার রাজপুরুষ ও জনসাধারণ, সর্বশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার উদাহরণে

বইয়ের হাট YEADIRABD

ধর্মকর্মবৃদ্ধিতে আগ্রহ অবশ্যই বাড়িয়াছিল। ইহার মূলে বাস্তবিক শুভ উদ্দেশ্য বা রাজাকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছা উভয়ই থাকিতে পারে এবং উভয়েরই ফলে ধর্মকর্মের প্রসার অবশ্যই হইয়াছিল কিন্তু তাহার মাত্রা বোধহয় অশোক কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে ধারণা করিতেন। কোনও বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহবান হইলে লোকে স্বভাবতই সে বিষয়ে অতিবিশ্বাসপ্রবণ হয়। কাহারও কোনও বিষয়ে ঐকান্তিক আন্তরিকতা থাকিলে অপরে সে বিষয়ে কিছু আগ্রহ দেখাইলেই লোকে প্রায় অপরকেও নিজেরই মত সমান আন্তরিকতাবান্ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে এরূপ আন্তরিকতা সকলের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণ লোকে নানা উদ্দেশ্যে, অনেক সময়ে শুধু নিজেদেরই স্বার্থবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রতাপশালী লোকের কর্মে উৎসাহ দেখায়। নিজের আগ্রহাতিশয্যে অশোক বোধহয় নিজের অভীষ্ট বিষয়ে অপরের মুখের কথায় সহজেই বিশ্বাস করিতেন।

রাজপুরুষদের সম্বন্ধেও অশোক বারবার বলিয়াছেন তাঁহারা সকলে সর্বত্র (তাঁহারই মত) অক্লান্ত প্রজাহিতে ব্যাপৃত আছেন। ইহাতেও তাঁহার অত্যাগ্রহপ্রসূত অতিবিশ্বাস প্রকট হয়। নিজের বংশধরগণের সম্বন্ধেও অশোক বারবার বলিয়াছেন তিনি আশা করেন তাঁহারাও যেন ধর্ম ও শীলপরায়ণ হইয়া চিরকাল ধর্মবৃদ্ধি ও প্রজাহিতে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল তাঁহারা সেরূপ থাকিবেনও। ইহা অশোকের সদিচ্ছার যেমন, তেমনি অত্যাশারও পরিচায়ক।

অশোকের রাজনীতিতে দেশজয়ার্থে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যক্ত হইলেও রাষ্ট্র-শাসনে কোনও শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই এবং তিনি 'ভবভোলা' প্রকৃতির ধার্মিক না হইয়া রাজপুরুষদের কর্মে সদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন, তাঁহাদিগকে সুকর্মে উৎসাহিত করিতেন এবং দুষ্কর্মে অবশ্যই সংযত করিতেন। ফলে তাঁহার জীবিতকালে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সর্বত্র শান্তি ও সুশাসন বিরাজ করিয়াছিল এবং প্রধান রাজপুরুষগণের বা প্রজাসাধারণের মধ্যে কোথাও বিদ্রোহাদি ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ অনন্তকাল পর্যন্তই রাজত্ব করিবে, এরূপ আশা করাও অশোকের পক্ষে অত্যাশা ছিল। তাঁহার

বইয়ের হাট YEADIRABD

নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা তাঁহার বংশধরগণ, রাজপুরুষবর্গ ও জনসাধারণের দ্বারা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অনুসৃত হইবে, এরূপও মনে করা তাঁহার পক্ষে দুরাশা হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপবান শাসকগণ প্রায়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অশোকের মতই মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলে তাহাকে আধিক্যই বলিতে হয়।

আমরা অশোককে দোষী বলিতেছি না, শুধু তাঁহার অত্যাগ্রহ ও অত্যাশার কথা বলিতেছি। "সর্বম্ অত্যন্তগর্হিতম্", যে কোন বিষয়েই অত্যাধিক্য পরিত্যজ্য। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অশোকের আধিক্যে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, উহা শুধু তাঁহার মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয়ে অশোকের ক্রিয়াবলী বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিছু বিরোধিতা সৃষ্টি করিয়া থাকা সম্ভবপর। যজ্ঞাদিতে পশুবধ নিষেধ করায় ব্রাহ্মণ্যধর্মী অনেকে অবশ্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে। "সমাজ" উৎসব নিষেধ করায় সাধারণ লোকের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি সহজেই অনুমান করা যায়। যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করায় বিদেশজিগীষু সামরিক সম্প্রদায়ের অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকিবেন। সুদৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ শাসককে অধীনস্থ কর্মচারিরা প্রীতিচক্ষে দেখে না, বিশেষত যদি মনে রাখা যায় ভারতীয় রাজকর্মচারিবর্গের মধ্যে অসাধুতা চিরদিনই প্রবল ছিল—এ বিষয়ে আমাদের মিথ্যা আত্মাভিমান অযৌক্তিক, কারণ ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। অতিকর্মশীল উপরিওয়ালার প্রতিও প্রায়শই অলস অধস্তনেরা অপ্রসন্ন থাকে।

অশোক সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ব্যবহার করিলেও বৌদ্ধদের প্রতিই সমধিক দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছিলেন। ইহাতে অপর ধর্মাবলম্বীদের বিশেষত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের তাঁহার প্রতি বিরক্ত থাকিবার কথা। বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেকে সংঘ-বহিষ্কার প্রভৃতিতে তাঁহার প্রতি প্রীত হয় নাই।

ধর্মলিপি প্রচার, ধর্মঘোষণা, স্বয়ং রাজসমারোহে বাহির হইয়া লোককে ধর্মশিক্ষাদান প্রভৃতি অশোকের অভিনব আচরণে সাধারণ জনশ্রেণীর মধ্যে

বইয়ের হাট YEADIRABD

তাঁহার সম্বন্ধে নানা বিদ্রূপোক্তির উদ্ভব কল্পনা করা যায়—হয়তো তাহারই ফলে নানা লিপি ও ঘোষণায় অশোকব্যবহৃত রাজোপাধি 'দেবগণের প্রিয়'-এর চলতি ভাষায় পরে একটি অর্থ দাঁড়ায় 'মূর্খ'। অনেকে তাঁহাকে হয়তো পাগলও মনে করিত।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার সুদৃঢ় শাসনহস্ত অপসৃত হইলে মৌর্য সাম্রাজ্যে অবিলম্বে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়া দেশ বহু রাজ্যে ভাগ হইয়া যায়। তাঁহার বংশধররা তাহাতে অল্পই আধিপত্য লাভ করেন। অশোকের জীবিতকালে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিপক্ষতার সৃষ্টি হয় কিন্তু তাঁহার প্রতাপে যাহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর সম্ভবত বলশালী হইয়া তাহা তাঁহার সকল সুকর্ম নাশে সহায়তা করে। তাঁহার আদর্শ কেহই পালন করে নাই, বৌদ্ধরা ছাড়া অপর সকলে তাঁহার কীর্তির কোন উল্লেখমাত্রও করেন নাই। বৌদ্ধরা অশোককে ধর্মরাজ আখ্যা দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ কিছুটা অশোকেরই রাজধর্মের আদর্শ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য আখ্যানে আদর্শ রাজারূপে 'ধর্মরাজ' যুধিষ্ঠিরের কাল্পনিক চরিত্র কল্পিত হয়।

মানুষের চরিত্র বিচার হয় তাহার উদ্দেশ্য ও কর্মদ্বারা। সেই আদর্শে বিচার করিলে অশোকের মহত্ত্ব অতুলনীয় অভিনব ও অসীম। সুকর্মে আধিক্য গুণেরই প্রকারভেদ, যদিও ইহা সর্বদা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সুকর্মের ও শুভ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় প্রবর্তিত হইলে যে বিরুদ্ধতা বা বিরূপতার সৃষ্টি হয়, তাহাতে সুকর্মকারীর সর্বদা দায়িত্ব থাকে না, তাহাকে সুকর্মপ্রচেষ্টার ফলও বলা উচিত নয়, কারণ তাহা দুষ্টের দুষ্টতার ফল। হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি বর্ধন প্রচেষ্টার ফলে মহাত্মা গান্ধীর যে প্রাণনাশ ঘটিল, তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, বরং তাহা তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠার দৃঢ়তারই পরিচায়ক।

অশোকের আদর্শ ও চরিত্র পৃথিবীর নমস্য। কাহারও কর্মের ফল সম্পূর্ণ তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না এবং সংসারে কোনও কর্মকেই নিখুঁত আশা করা যায় না, 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ',

বইয়ের হাট YEADIRABD

অগ্নিতে যেমন ধূম থাকিবেই, সেরূপ সকল কর্মেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিবেই।

কাহারও দ্বারা আরব্ধ কোনও সুকর্ম সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া যে সুকর্মারম্ভ করিয়াছিল তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ ফলাফল শুধু তাহারই উপর নির্ভর করে না। সফলই হউক বিফলই হউক, যে সুকর্ম আরম্ভ করে সে সর্বদা প্রশংসার যোগ্য।

ঐতিহাসিক বিচারে কোন বিষয় আলোচনায় সকল বিভিন্ন দিক হইতে তাহা বিবেচনা করিতে হয়। সেইজন্যই অশোক সম্বন্ধে আমরা এই সকল বিরুদ্ধ প্রসঙ্গেরও অবতারণা করিলাম।

বইয়ের হাট YEADIRABD

# পরিশিষ্ট

## অশোকলিপিগুলির শ্রেণীবিভাগ, কাল ও প্রাপ্তিস্থান

**ছোট শিলালিপি**—মৌখিক ঘোষণারূপে প্রথম প্রকাশিত হয় রাজত্বের অনুমান ১১-১২ বর্ষে, পরে অল্পাধিক পরিবর্তনসহ লিপিরূপে নানাস্থানে উৎকীর্ণ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—কান্দাহার (আফগানিস্তান) গবীমঠ (অন্ধ্র), গুজর্‌রা (মধ্য প্রদেশ), জটিঙ্গ-রামেশ্বর (মহীশূর), পাল্কীগুণ্ডু (অন্ধ্র), বৈরাট (রাজস্থান), ব্রহ্মগিরি (মহীশূর), মস্‌কী (অন্ধ্র), রজুল-মণ্ডগিরি (অন্ধ্র), রূপনাথ (মধ্যপ্রদেশ), শিদ্দাপুর (মহীশূর), সাসারাম (বিহার), য়েরাগুডি (অন্ধ্র)।

**৩টি গুহালিপি**—প্রাপ্তিস্তান গয়ার নিকট বরাবর পাহাড়ে; রাজত্বের ১৩ বর্ষে ১-২ গুহালিপি এবং ২০ বর্ষে ৩ গুহালিপি প্রকাশিত হয়।

**১৪টি শিলালিপি**—এগুলি সবই রাজত্বের ১৩ হইতে ১৪ বর্ষে প্রকাশিত হয়। প্রাপ্তিস্থান কাল্‌সী (উত্তরপ্রদেশ), গিরনার (কাথিয়াওয়াড়), মান্‌সেহরা (পাঞ্জাব), শাহবাজগড়ি (পঞ্জাব), য়েরাগুডি (অন্ধ্র)।

উড়িষ্যার ধৌলি ও জৌগড়েও ৩টি লিপি (১১, ১২, ১৩) ছাড়া বাকি ১১টি শিলালিপি প্রকাশিত হয়। ১৩ শিলালিপিতে কলিঙ্গযুদ্ধের উল্লেখ থাকায় ইহা উড়িষ্যায় উৎকীর্ণ করান হয় নাই কারণ কলিঙ্গবাসীদিগকে অশোক শোচনীয় কলিঙ্গ যুদ্ধের বিষয়ে স্মরণ করাইতে চাহেন নাই। কিন্তু ১৩ শিলালিপিটি উড়িষ্যায় বাদ দিতে ১১ ও ১২ শিলালিপিদ্বয়ও সেদেশে বাদ পড়িয়াছিল, যেহেতু ১১—১৩ এই তিনটি শিলালিপি একই

বইয়ের হাট YEADIRABD

সময়ে রচিত হইয়া সর্বত্র উৎকিরণের জন্য একসঙ্গেই পাটলিপুত্র হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

বোম্বাইর নিকটস্থ সোপারার ভুইগাঁওয়ে ৮ ও ৯ শিলালিপির ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত সমুদায় ১—১৪ শিলালিপি নিকটবর্তী কোথাও উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং এগুলি তাহারই টুকরা।

**দুইটি পৃথক কলিঙ্গ শিলালিপি**—উপরে উল্লিখিত ১১—১৩ শিলালিপিত্রয়ের পরিবর্তে এই দুইটি লিপি উড়িষ্যার ধৌলি ও জৌগড়ে উৎকীর্ণ হয়। প্রকাশকাল রাজত্বের ১৪ বর্ষে।

**লুম্বিনী স্তম্ভলিপি**—রাজত্বের ২১ বর্ষে বুদ্ধের জন্মস্থানে উৎকীর্ণ হয়। লুম্বিনী নেপাল-তরাইর অন্তর্গত।

**নিগালীসাগর স্তম্ভলিপি**—রাজত্বের ২১ বর্ষে প্রকাশিত হয়। নিগালীসাগর ও নেপাল-তরাইর অন্তর্গত এবং লুম্বিনীর ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

**সাতটি স্তম্ভলিপি**—১—৬ স্তম্ভলিপি রাজত্বের ২৭ বর্ষে এবং স্তম্ভলিপি রাজত্বের ২৮ বর্ষে প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—এলাহাবাদ; তোপ্রা (আম্বালা জেলায়; এই স্তম্ভটিকে সুলতান ফীরোজ শাহ, ১৩৫১—১৩৮৮ খ্রী, সেখান হইতে আনিয়া দিল্লীতে তাঁহার প্রাসাদশিরে স্থাপন করেন); মীরাট (এই স্তম্ভটিকে মীরাট হইতে লইয়া আসিয়া ফীরোজ শাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে তাঁহার "শিকারপ্রাসাদে" স্থাপন করেন); লৌড়িয়া-অররাজ (বিহার লৌড়িয়া-নন্দনগড় (বিহার), এবং রামপূর্বা (বিহার)।

১—৬ স্তম্ভলিপিগুলি উপরোক্ত সকল স্তম্ভেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু ৭ স্তম্ভলিপিটি শুধুমাত্র তোপ্রার স্তম্ভেই আছে। ৭ স্তম্ভলিপিটি দীর্ঘ এবং

বইয়ের হাট YEADIRABD

ইহার অনেক কথায় মনে হয় যেন উহা একবারে নয়, কয়েকবারে অল্পে অল্পে ( অশোকের রোগশয্যায় ? ) রচিত। তিব্বতী কাহিনীতে কথিত আছে তক্ষশিলায় অশোকের মৃত্যু হয়। এ পর্যন্ত যে অশোকস্তম্ভগুলি পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ বিনষ্ট হয় নাই, তাহার মধ্যে তোপ্রার স্তম্ভটিই তক্ষশিলা হইতে নিকটতম। ইহা অসম্ভব নয়, তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত হইয়া এই লিপিটি তোপ্রায় উৎকীর্ণ হইবার পরই অশোকের মৃত্যু হয় এবং ফলে সাম্রাজ্যে গোলযোগ আরম্ভ হওয়ায় অন্যত্র ইহার প্রকাশ অপরে আর প্রয়োজন মনে করেন নাই। পৌরাণিক বিবরণে অশোক ৩৬ বৎসর এবং সিংহলী বিবরণে ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু রাজত্বের ২৮ বর্ষে এই ৭ম স্তম্ভলিপিটি রচনার অল্পকাল পরে যদি অশোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে পৌরাণিক ও সিংহলী বিবরণ অত্যুক্তি। অপরপক্ষে, এই লিপিটি প্রকাশের পরও যদি অশোক ৮-৯ বৎসর জীবিত থাকেন তবে উহা অপর স্তম্ভগুলিতে উৎকীর্ণ না হইবার কারণ কি ছিল বুঝা যায় না।

**বুদ্ধবচনলিপি বা ভাব্রুলিপি**—প্রাপ্তিস্থান বৈরাট ( রাজস্থান )। ইহার প্রতিলিপি সম্ভবত বৌদ্ধসংঘের অন্যান্য নানা কেন্দ্রেও উৎকীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি বিনাশপ্রাপ্ত। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

**সংঘভেদ স্তম্ভলিপি**—প্রকাশকাল অজ্ঞাত। প্রাপ্তিস্থান পূর্বোক্ত এলাহাবাদ ; সাঁচী ( মধ্য প্রদেশ ) এবং সারনাথ ( উত্তর প্রদেশ ) স্তম্ভে। অন্যান্য সংঘকেন্দ্রেও ইহা হয়তো উৎকীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু বিনষ্ট হইয়াছে।

**রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি**—এই লিপিটি কেবল পূর্বোল্লিখিত এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহার প্রকাশকাল অজ্ঞাত। ইহাতে অশোক আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে সমুদায় আমবাগান বা উদ্যান বা দানসত্র বা অন্য কোনও কিছু দ্বিতীয়া দেবীর দানরূপে ( সরকারি দলিল প্রভৃতিতে ) উক্ত আছে, তাহা সবই "দ্বিতীয়া দেবী তীবরমাতা কারুবাকী"র দানরূপে গণনা করিতে হইবে। বাস্তবে এই লিপিটি "ধর্মলিপি" নয়

বইয়ের হাট YEADIRABD

এবং উৎকিরণের জন্যও অশোক ইহা রচনা করেন নাই। ইহা সরকারি দপ্তরের হিসাবপত্র সম্বন্ধীয় একটি রাজাজ্ঞা মাত্র। বিবিধ সরকারি কর্ম বিষয়ক বহু আজ্ঞা অশোক নানাস্থানের মহামাত্রদের কাছে পাঠাইতেন কিন্তু রাজ্ঞী কারুবাকী ধর্মপ্রাণা ও অশোকের ধর্মকর্মে সহকারিণী ছিলেন বলিয়া বোধহয় কৌশাম্বীর মহামাত্রগণ (এলাহাবাদ অঞ্চল ইঁহাদের অধীন ছিল) ভুল করিয়া ইহাকে "ধর্মলিপি" মনে করিয়া উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। অন্যত্রের মহামাত্ররা হয় সে ভুল করেন নাই, না হয় কৌশাম্বীর ভুল জ্ঞাত হইবামাত্র অন্যত্রও যাহাতে সে ভুল না করা হয়, অশোক সেরূপ আদেশ পাঠাইয়াছিলেন।

বইয়ের হাট YEADIRABD

# মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০৭৩

## পুস্তক তালিকা

| | | মূল্য |
|---|---|---|
| ১ঃ | **মহামানব গৌতম বুদ্ধ**—ডঃ সুকোমল চৌধুরী | ৮০·০০ |
| ২ঃ | **গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন**—ডঃ সুকোমল চৌধুরী | ১৫০·০০ |
| ৩ঃ | **বৌদ্ধ সাহিত্য**—ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী | ৮০·০০ |
| ৪ঃ | **বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস**—ডঃ মণিকুন্তলা হালাদার ( দে ) | ১৫০·০০ |
| ৫ঃ | **বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য**—ডঃ সাধনচন্দ্র সরকার | ১৪০·০০ |
| ৬ঃ | **দীঘনিকায় ( তিন খণ্ডে একত্রে )**—ভিক্ষু শীলভদ্র | ২০০·০০ |
| ৭ঃ | **থেরীগাথা**—ভিক্ষু শীলভদ্র | ৬০·০০ |
| ৮ঃ | **বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ** —শ্রীশান্তিকুসুম দাশগুপ্ত | ১০০·০০ |
| ৯ঃ | **ধম্মপদ**—ভিক্ষু শীলভদ্র ( পালি বাংলা ) | ৩০·০০ |
| ১০ঃ | **বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ**—ডঃ আশা দাস | ৬০·০০ |
| ১১ঃ | **সীবলী ব্রত কথা**—বিশুদ্ধাচার স্থবির | ১৫·০০ |
| ১২ঃ | **বৌদ্ধ রমণী**·····—ডঃ বিমলা চরণ লাহা | ৬০·০০ |
| ১৩ঃ | **বৌদ্ধ গান ও দোহা**—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | ২০০·০০ |
| ১৪ঃ | **বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা ( চার খণ্ডে একত্রে )** —রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর | ৪০০·০০ |
| ১৫ঃ | **বুদ্ধবাণী**—ভিক্ষু শীলভদ্র | ৯০·০০ |
| ১৬ঃ | **ধম্মপদ** ( পালি-সংস্কৃত-বাংলা )—চারুচন্দ্র বসু | ৬০·০০ |
| ১৭ঃ | **মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত**—ডঃ বাণী দাশ | ২২·০০ |
| ১৮ঃ | **ভগ্ন মন্দির**—শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় | ৩৫·০০ |

বইয়ের হাট YEADIRABD

19 : **Growing up into Buddhism**

—Sramanera Jivaka **20·00**

20 : **The Arya Dharma of Sakyamuni Gautam the Buddha**

—Anagarika Dharmapala **45·00**

21 : **The Life and Teachings of Buddha**

—Anagarika Dharmapala **30·00**

22 : **Buddhism in its Relationship with Hinduism**

—Anagarika Dharmapala **15·00**

23 : **Ananda. The Man and Monk**

—Dr. Asha Das **80·00**

24 : **Pajjamadhu A Critical Study**

—Dr. Asha Das **30·00**

25 : **Dr. Ambedkar On Reservation**

—S. K. Biswas **50·00**

---

## বুদ্ধমূর্তি বিভিন্ন আকারের পাওয়া যায়

---

YEADIRABD
বইয়ের হাট

বইয়ের হাট YEADIRABD